ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

'ভোটাধিকার প্রয়োগ' নিয়ে বিশেষ বার্তা দিলেন শাহরুখ

পৃঃ ৫

ক্লাব ও আন্তর্জাতিকের ব্যস্ত সূচিতে ফিট থাকাটাই চ্যালেঞ্জ মেসির

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ১৪০ ● কলকাতা ● ১০ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১ ● শুক্রবার ● ২৪ মে, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

গরুপাচার মামলার অন্যতম অভিযুক্ত

এনামুল হকের কোম্পানি থেকে টাকা ঢুকেছে ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী দেব অধিকারী কাছে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ঘাটালের নির্বাচনের আগেই 'বোমা' ফাটিয়ে দিলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। অভিযোগ করলেন, গরুপাচার মামলার অন্যতম অভিযুক্ত এনামুল হকের কোম্পানি থেকে টাকা ঢুকেছে ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী দেব অধিকারী কাছে। অবশেষে সেই নিয়ে মুখ খুললেন দীপক। প্রশ্ন তুললেন, ইডি-সিবিআই-এর কাছে থাকা নথি কীভাবে এল বিরোধী দলনেতার হাতে?নিজের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে তারকা প্রার্থী বলেন, "দেব নামের লক্ষ মানুষ হতে পারে। যে জিনিসগুলি দেখানো হয়েছে আমার নয়। আমি ওই মানুষ নই। যে ৫০ লক্ষ টাকা দেখানো হয়েছে, সেই টাকা ৮ থেকে ৯ মাসের মধ্যে ফেরত দিয়ে দিয়েছি। ইডি সিবিআই শুভেন্দু অধিকারীর থেকেও যথেষ্ঠ বুদ্ধি রাখে। গোয়েন্দারা যদি মনে করতেন আমি গরু চুরির সঙ্গে যুক্ত তাহলে এখন ইন্টারভিউ

এরপর ৩ পাতায়

বিজেপি ৩০০-র বেশি আসন পাবে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : চার দিন আগে প্রশান্ত কিশোর সাংবাদিক বরখা দত্তকে একটি সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। তাতে পিকে দাবি করেছেন, যে যাই বলুন। বিজেপি ৩০০-র বেশি আসন পাবে। এবং এই ভোটেও ধারণা তৈরির খেলায় বিরোধীদের অনেক পিছনে ফেলে দিয়েছেন নরেন্দ্র মোদী।এই ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। শুধু তা নয়, বুধবার থেকে সোশাল মিডিয়ায় একটা ভুয়ো অ্যাপয়ন্টমেন্ট লেটারের ছবি ছড়িয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, প্রশান্ত কিশোরকে বিজেপির প্রধান মুখপাত্র হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রশান্ত কিশোরকে নিয়ে রীতিমতো মস্করা শুরু হয়েছে। এবং বলা হচ্ছে, তিনি আসলে বিজেপির হয়েই ব্যাট হাতে মাঠে নেমেছেন।

পর্যবেক্ষকদের অনেকেও এমনটাই মনে করছেন। কিছুদিন আগে সেফোলজিস্ট যোগেন্দ্র যাদব দাবি করেছিলেন, বিজেপির আসন সংখ্যা ১০০ কমে যেতে পারে। তারা একা তো বটেই এনডিএ জোট সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে না। বিজেপি পেতে পারে বড়জোর ২৩৩টি আসন।

যোগেন্দ্রর ওই দাবিও প্রশ্নের উর্ধ্বে ছিল না। কারণ, কংগ্রেস এবং বিরোধী দলগুলির সঙ্গে তাঁর সখ্য রয়েছে। কেউ কেউ মনে করছেন, যোগেন্দ্রর পাল্টা ন্যারেটিভ তৈরি করতেই মাঠে নামানো হয়েছে প্রশান্তকে। ফলে খেলা এখন জমে উঠেছে।প্রশান্ত কিশোরের এই কথা নিয়ে ট্রোল শুরু হয়েছিল সোশাল মিডিয়ায়। তা ছাড়া অনেকেই বলতে শুরু করেন, প্রশান্ত কিশোর আসলে বিজেপির মুখপাত্রের মতো কথা বলছেন। তিনি যা বলছেন, তাতে নিরপেক্ষতা নেই। আসলে বিজেপির পক্ষে হাওয়া তৈরি করতে প্রশান্ত ভোটের স্লগ ওভারে এ সব কথা বলছেন।

এরই মধ্যে প্রশান্ত কিশোর সাংবাদিক করণ থাপারকে আরও একটি সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। তাতে করণ তাঁকে প্রশ্ন করেছেন, এই যে আপনি এত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কথা বলছেন, আপনার পুর্বানুমানও তো ভুল হয়। আপনি বলেছিলেন, হিমাচল প্রদেশের ভোটে কংগ্রেসের সমূলে উৎখাত হবে। কিন্তু তা হয়নি। আপনি বলেছিলেন, তেলঙ্গনায় বিআরএস জিতবে। তা হয়নি। দুই রাজ্যেই কংগ্রেস জিতেছে।

এই সময়ে প্রশান্ত কিশোর বলতে থাকেন, আমি এমন কথা বলেছিলাম তার ভিডিও দেখান। কিন্তু করণ বলেন, তুমি তো টুইট করেছিলে। তোমাকে উদ্ধৃত করে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হয়। তাতে প্রশান্ত বলেন, খবরের কাগজ ইত্যাদি যা ইচ্ছে লিখতে পারে। তিনি দেখতে যান না কে কী লিখছে?

ভোটের পরে তৃণমূলের বড়সড়

রদবদলের সম্ভাবনা রয়েছে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনের ৫টি দফার ভোটগ্রহণ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। বাকি আছে আর মাত্র ২টি দফা। তারপরেই ৪ জুন হবে ভোটগণনা এবং ফলাফল ঘোষণা। এই ফলাফলের ওপরেই এখন বাংলার বুকে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের পদ ভাগ্য অনেকটাই নির্ভর করছে।এবার সেসব আর হবে না। এলাকায় যাঁদের গুরুত্ব রয়েছে তাঁরাই সংগঠনের দায়িত্বে থাকবেন। স্থানীয় বাসিন্দারা না পছন্দ করলে আর ক্ষমতায় থাকবেন না তাঁরা। লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল বেরনোর পরই এই বিষয়ে তৃণমূলকে সাহায্য করবে বেসরকারি ভোটকুশলী সংস্থা ও-চঅঈ। তাঁরা রাজ্যের প্রতিটি লোকসভা কেন্দ্র, বিধানসভা কেন্দ্রে, প্রতিটি জেলা, প্রতিটি ব্লক, মায় প্রতিটি বুথের ফলাফল পর্যালোচনা করতে শুরু করবে। তাদের সেই রিপোর্ট দলের রাজ্য নেতৃত্বের কাছে জমা পড়বে। তারপরই নেতাদের পদ, ক্ষমতা, দায়-দায়িত্ব কাটছাঁট শুরু হবে। সব থেকে বেশি নজর দেওয়া হবে, লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে রাজ্যের নানা এলাকায় মাথাচাড়া দিয়ে ওঠা দলের গোষ্ঠীকোন্দলকে থামাতে দলের তরফে ঐক্যবদ্ধ ভাবে চলার যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তা ঠিকমতন মানা হয়েছে কিনা সেই বিষয়ে। ভোটে কোন নেতার কী ভূমিকা ছিল সেটাও দলকে সাহায্যকারী ওই সংস্থার কর্মীরা খতিয়ে দেখবেন। কেউ দলের বিরুদ্ধে কাজ করলে তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে। নেতৃত্বের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। তা সকলকে মেনে চলতে হবে। কেননা জোড়াফুল শিবির সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্যজুড়ে প্রতিটি বুথে দলের ভোট প্রাপ্তি এবং সেই বুথে দল এগিয়ে আছে না পিছিয়ে পড়েছে তা

এরপর ৩ পাতায়

নির্বাচনের গণনার দিন গন্ডগোলের আশঙ্কা করে

নির্বাচন কমিশনকে চিঠি দিলেন বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিংহ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নির্বাচনের গণনার দিন গন্ডগোলের আশঙ্কা করে নির্বাচন কমিশনকে চিঠি দিলেন বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিংহ। বুধবার ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রের পর্যবেক্ষক রাকেশ কুমার প্রজাপতিকে চিঠি দিয়েছেন তিনি। বিজেপি প্রার্থীর অভিযোগ, এসডিও এবং বিডিয়ো স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে গণনার দিন গন্ডগোল পাকাতে পারেন।ব্যারাকপুরের বিদায়ী সাংসদের নির্বাচন কমিশনে এমন চিঠি দেওয়াকে তাঁর হারের পূর্বাভাস বলেই ব্যাখ্যা করছে তৃণমূল। ব্যারাকপুরের এক তৃণমূল নেতা বলেন, "বার বার দল বদল করাকে ব্যারাকপুরের মানুষ একেবারেই পছন্দ করেন না। ২০১৯ সালে তৃণমূল থেকে বিজেপিতে গিয়েছিলেন। কিন্তু ২০২২ সালে দল তাঁর ভুল মাফ করে আবার ফিরিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু সেই দলের

এরপর ৩ পাতায়

বিরোধীরা দাবি করছে,

এবারে আর বিজেপি ক্ষমতায় আসছে না

নয়াদিল্লি: নিউজ সারাদিন : বিরোধীরা দাবি করছে, এবারে আর বিজেপি ক্ষমতায় আসছে না। সেক্ষেত্রে ইন্ডিয়া জোট ক্ষমতায় এলে প্রধানমন্ত্রী কে হবেন তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে চর্চা শুরু হয়েছে। সেই সূত্রেই উঠে আসছে একাধিক নামও।

দৌড়ে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী, সাতবারের সাংসদ তথা একাধিকবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দায়িত্ব সামলানো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম যেমন উঠে আসছে তেমনই কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর পাশাপাশি আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়ালের নামও উঠে আসছে।সম্প্রতি দিল্লির চাঁদনিচকের এক সভা থেকে ইন্ডিয়া জোটের শক্তিশালী ঐক্যের বার্তা দিতে রাহুল বলেছিলেন, "আম আদমি পার্টি (এএপি) প্রধান কেজরিওয়াল কংগ্রেসকে ভোট দেবেন এবং আমি আপকে ভোট দেব।" ইন্ডিয়া জোটের শক্তিশালী ঐক্যের বার্তা দিকে দিকে ছড়িয়ে দিতেই তাঁর এই অবস্থান বলেও জানিয়েছিলেন রাহুল।

প্রসঙ্গত, মোদীর বিরুদ্ধে ইন্ডিয়া জোট প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী হিসেবে কারও নাম উল্লেখ করেনি। এ ব্যাপারে বারে বারে কটাক্ষ উড়ে এসেছে গেরুয়া শিবির থেকে। এই প্রসঙ্গে কেজরিওয়ালের জবাব, "বিজেপির বিদায় তো নিশ্চিত। অপেক্ষা করুন, আর কয়েকটা দিন পরেই তো সবটা জানতে পারবেন।"ভোটের মুখে আবগারি দুর্নীতি মামলায় রাজধানীর মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে গ্রেফতার করেছিল ইডি। আদালতের নির্দেশে ৫০ দিনের মাথায় শর্ত সাপেক্ষে জামিন পাওয়ার পরই কেজরিওয়াল সাফ জানিয়েছিলেন, মোদীর বিরুদ্ধে লড়াই আরও তীব্রতর করা হবে।

সেই সূত্রে অনেকের মতে, ইন্ডিয়া জোট ক্ষমতায় এলে প্রধানমন্ত্রী পদের অন্যতম দাবিদার হয়ে উঠতে পারেন কেজরিওয়াল। যদিও এমন সম্ভাবনার কথা উড়িয়ে দিয়েছেন আপ প্রধান নিজেই। বলেছেন, "আপ একটি ছোট দল। সাকুল্যে ২২টি আসনে লড়

াই করছে।"

তবে কি রাহুল গান্ধীকে তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখতে চান? সংবাদ সংস্থার প্রশ্নের জবাবে সরাসরি 'হ্যাঁ' কিংবা 'না' তে জবাব দেননি কেজরিওয়াল। এ ব্যাপারে তাঁর কৌশলী মন্তব্য, "এ ব্যাপারে এখনও কোনও আলোচনা হয়নি। জোট ক্ষমতা এলে তখন এবিষয়ে আলোচনা করেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।"

পর্যবেক্ষকদের মতে, কৌশলগত কারণেই সরাসরি 'বন্ধু' রাহুলের নাম উল্লেখ করেননি কেজরিওয়াল।

ভোটের আগে জ্বলছে নন্দীগ্রাম

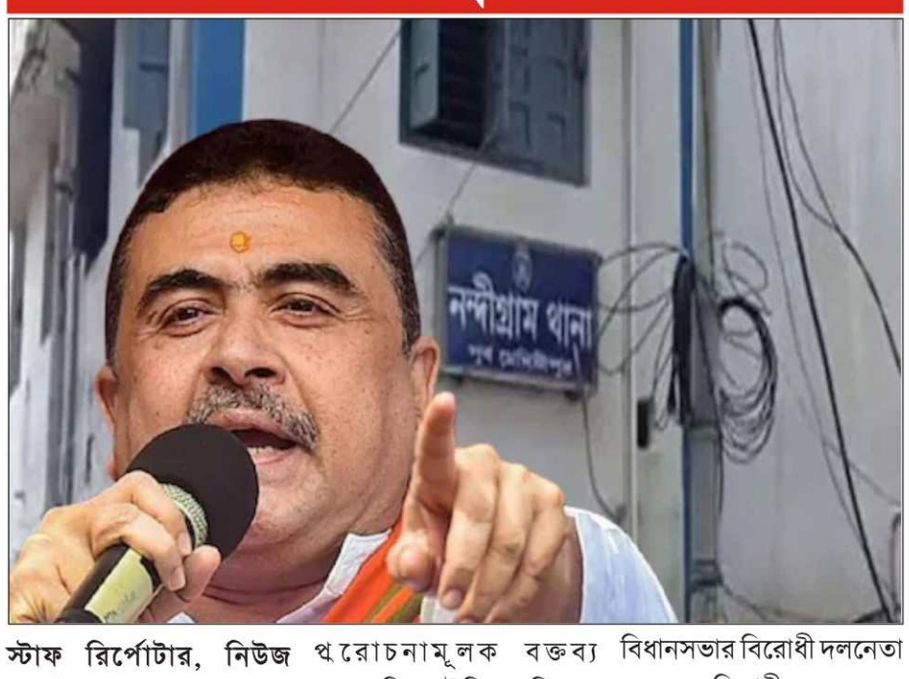

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শনিবার ভোট। আর তার আগে কার্যত জ্বলছে পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রাম। দিকে-দিকে ক্ষোভের আগুন। বিজেপি মহিলা সমর্থকের মৃত্যুতে তুমুল অশান্তি এলাকায়। আগুন জ্বালানো হয়েছে দোকান, বাড়ি। টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ বিজেপি কর্মী সমর্থকদের।নন্দীগ্রাম ১ নম্বর ব্লকে সোনাচূড়া, হরিপুর, গোকুলনগর, ভেকুটিয়া,আর দু'নম্বর ব্লকের বয়ালনগর ১, বয়াল ২ এই জায়গায় যাঁরা মানুষকে ভোট দিতে দেয়নি তাঁদের তালিকা আমার কাছে রয়েছে। এর পরিণতি খুব খারাপ হবে সতর্ক করলাম। কোনও বাবা বাঁচাবে না। কেউ বাঁচাবে না।"

যদিও, এটা প্ররোচনামূলক বক্তব্য নয় বলে দাবি করেছেন তৃণমূল নেতা শেখ সুফিয়ান। বলেন, "তিনি কোনও প্ররোচনামূলক বক্তব্য রাখেননি। উনি প্রতিবাদ করতে বলেছেন। কোনও আক্রমণ করতে এলে প্রতিবাদ করো। কখনও বলেননি তুমি আক্রমণ করো। আর ওই অঞ্চল বিজেপির। ঝান্ডা বাঁধার লোক নেই। তৃণমূল মারামারি করতে যাবে? যিনি মারা গিয়েছেন তিনি সারাজীবন তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছেন। এখন তৃণমূলকে ফাঁসানোর জন্য কৌশল।"এ দিকে, পরিস্থিতি আরও হাতের বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার আগে কেন্দ্রীয় বাহিনী নন্দীগ্রাম থানা থেকে পৌঁছচ্ছে গোটা এলাকায়।

সঙ্গে রয়েছে প্রচুর পুলিশও। জানা যাচ্ছে, ১০০ কোম্পানির উপর বাহিনী নন্দীগ্রামে মজুত রয়েছে। আসছে আরও ফোর্স। এ দিকে, আজ আবার বিকেল পাঁচটা নাগাদ নন্দীগ্রামে সভা রয়েছে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর।

এ প্রসঙ্গে, শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "একজন মহিলাকে নন্দীগ্রামে খুন করা হয়েছে। আপনারা তো জানেন আমি গুন্ডা সোজা করা লোক। কেষ্ট মণ্ডল, শেখ শাহজাহানরা কোথায়? তাদের বদলা হবে। একজন মাঝ বয়সী মহিলাকে মেরে দিল তার বদলা হবে না?"

উল্লেখ্য, গতকাল রাত্রিবেলা ব্যানার ফেস্টুন লাগানো নিয়ে তৃণমূল-বিজেপির মধ্যে ঝামেলা হয়। অভিযোগ ওঠে বিজেপি-র এক মহিলা সমর্থককে খুন করে তৃণমূল কর্মীরা। এলাকার বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, বুধবার তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্ররোচনামূলক মন্তব্যের পরই এই ঘটনা ঘটেছে।

দুবাইয়ে শীর্ষ পরিবারের সাথে -বন্ধুত্বপূর্ণ কার্যক্রমে

চূড়ান্ত ভাবে গ্রীষ্মকালীন ছুটির অভিজ্ঞতা নিন

কলকাতা, ২৩সে মে ২০২৪: নিউজ সারাদিন : গ্রীষ্মের মরসুম হল পরিবারের সাথে মজা করার সেরা সময় এবং এই সব অভিজ্ঞতার জন্য দুবাইয়ের চেয়ে ভাল জায়গা আর হতে পারে না। এটি অ্যাডভেঞ্চার এবং পরিবার-বান্ধব ক্রিয়াকলাপে পরিপূর্ণ, ইনডোর স্নো অ্যাডভেঞ্চার থেকে শুরু করে হৃদয়-স্পন্দন কারী ওয়াটার পার্কের রোমাঞ্চ। দুবাই উত্তেজনা, সংস্কৃতি এবং রন্ধন সম্পর্কে আনন্দ ভরা একটি অবিস্মরণীয় ভ্রমণের প্রস্তাব দেয়। যখন বাইরে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়, তখন শহরের অগণিত আকর্ষণগুলি পরিবারগুলির জন্য নিখুঁত পালানোর এবং সাহসিকতার সুযোগ দেয় । এই গ্রীষ্মে দুবাইয়ের জাদু অন্বেষণ করুন এবং আপনার প্রিয়জনদের সাথে স্থায়ী স্মৃতি তৈরি করুন। গ্রীষ্মের মরসুমে পরিবারের সাথে মজা করার জায়গাগুলো হলো ১) "স্কি দুবাই ২) অ্যাকোয়াভেঞ্চার দুবাই ৩) "স্কাই ডাইভ ৪) গ্লিচ ৫) দুবাই মিরাকল গার্ডেন ৬) আর্টে মিউজিয়াম ৭) রিয়াল মাদ্রিদ ওয়ার্ল্ড.

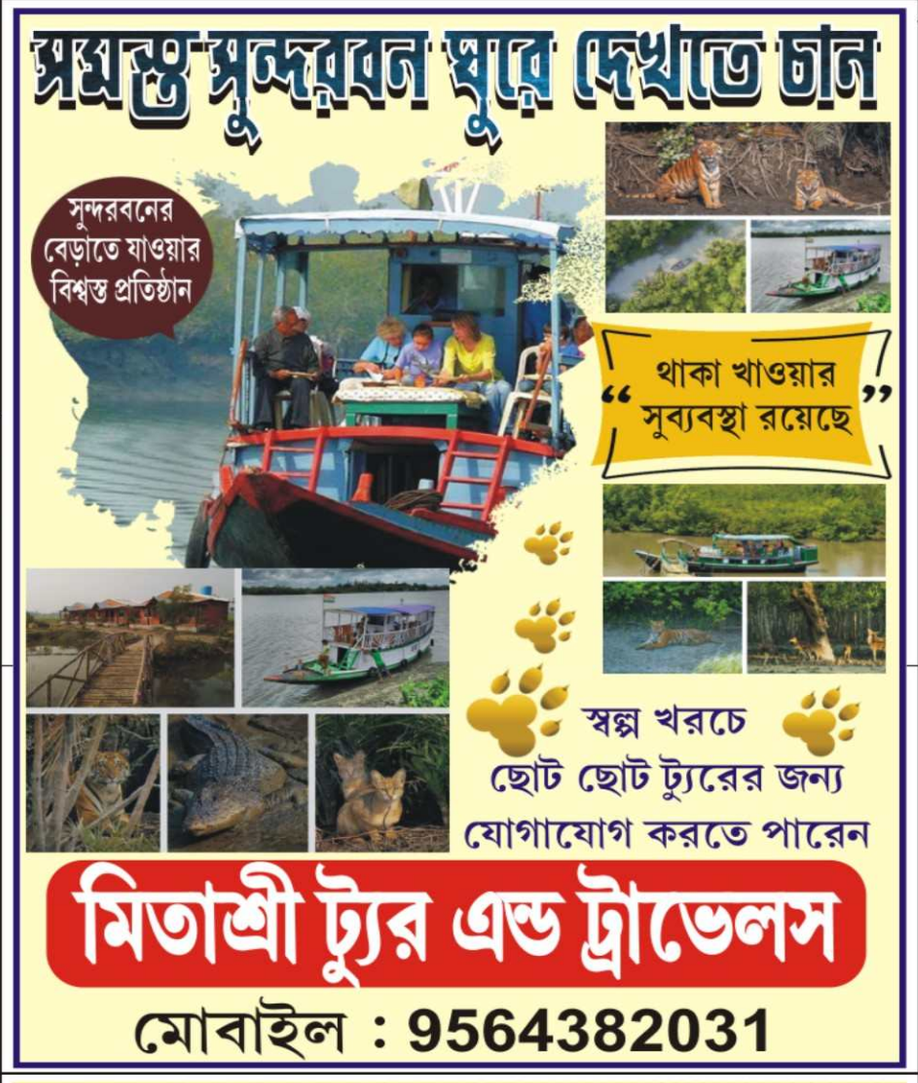

সোনারপুর টিকিট পরীক্ষকের হাতে

ক্যানিংয়ের যুবক হয়রানিতে শিকার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বাংলার সমাজ ব্যবস্থা অত্যন্ত সংকরজনক অবস্থায় পৌঁছে যাচ্ছে, যত দিন যাচ্ছে আইনের শাসন পঙ্গু হচ্ছে। সত্যটাকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্য মিথ্যা করে হয়রান করাচ্ছে বহু মানুষকে, এক প্রকার প্রশাসন থেকে শুরু করে রাজনৈতিক নেতাদের চোর জুলুমের অভিযোগ করছে সর্বত্রে। দিনের পর দিন হয়রানিতে শেখা হচ্ছে সাধারণ মানুষ ও যুব সমাজ। বেকার ছেলেদের একদিকে চাকরি নেই অন্যদিকেই জোবর জুলুম করে তাদের কাছ দিয়ে ফাইন নাম করে টাকা নেওয়া হয় । সোনারপুর টিটির বিরুদ্ধে, গতকাল দুপুরের ঘটনা, ক্যানিং থেকে এক যুবক বেসরকারি কোম্পানি চাকরির ডিউটির উদ্দেশ্যে ট্রেনে ওঠে। সময় ছিল না বলে ট্রেনের টিকিট না কেটে তালদি বন্ধুদের বলে টিকিট টা কেটে নিতে। তবে সেই যুবক টিকিট কেটেছিল কিনা বন্ধুরা তা জানতে নেই না। তবে বন্ধুরা রীতিমতো তার টিকিট কেটেছিলেন, ট্রেনের মধ্যে বন্ধুদের সঙ্গে না দেখা হতে ডিউটির উদ্দেশ্যে সোনারপুর নামে। সোনারপুর প্ল্যাটফর্মে নামার সাথে সাথে জৈনিক এক টিকিট পরীক্ষক ওই যুবককে জিজ্ঞাসা করে তোমার টিকিট আছে কিনা, ওই যুবক শিকার করে নেয় তার কাছে টিকিট নেই। তবে বন্ধুদের বলেছিল তাদের টিকিট কাটতে তারা এই ট্রেনেই আছে নামলে বোঝা যাবে , টিকিট পরীক্ষক তার কথার কোন গুরুত্ব না দিয়ে রীতিমতন জামার কলার ধরে টানতে টানতে নিয়ে যায় তাদের অফিসে। বন্ধুদের কাছে খবর যেতে বন্ধুরা টিকিট পরীক্ষক এর অফিসে হাজির হয়, টিকিট দেখিয়ে বলে ওর জন্য আমরা টিকিট কেটেছি অথচ আপনি কেন আটকে রাখছেন। তাদেরকে হুমকি দিতে থাকে এবং চালান করিয়ে দেওয়ার ভয় দেখায়। তবে ক্যানিংয়ের ওই যুবক ভয় পেয়ে ওই যুবক নিউজ সারাদিনের সম্পাদককে ফোন করে সোনারপুর জিআরপি ও শিয়ালদা জিআরপির কর্তাদের, টিকিট থাকার সত্বেও কেনই বা ওই যুবককে

এরপর ৩ পাতায়

কলকাতার নিউটাউনে সাংসদ আনোয়ারুল আজিমকে খুনের

অপরাধে ইতিমধ্যেই তিন জনকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কলকাতায় ঘুরতে গিয়ে নৃশংসভাবে খুন হয়েছেন আওয়ামী লীগের সাংসদ আনোয়ারুল আজিম ।আর ঝিনাইদহ-৪ আসনের সাংসদের খুনের মূল পরিকল্পনা সম্পর্কে চাঞ্চল্যকর তথ্য জানতে পেরেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ। খুনের মূল পরিকল্পনাকারী বা মাস্টারমাইন্ড হলেন নিহত সাংসদের ছোটবেলার বন্ধু তথা ব্যবসায়িক অংশীদার আখতারুজ্জামান শাহীন।১২ মে দর্শনা সীমান্ত দিয়ে কলকাতায় পৌঁছন আনোয়ারুল আজিম। ১৩ মে কৌশলে নিউটাউনের ফ্ল্যাটে ডেকে পাঠানো হয় সাংসদকে। ফ্ল্যাটে পৌঁছনোর পরে আক্তারুজ্জামান শাহীনের পাওনা টাকা মেটানোর জন্য আজিমকে চাপ দেওয়া হয়। এ নিয়ে কথা কাটাকাটি শুরু হলে প্রথমে বালিশ চাপা দিয়ে শ্বাসরোধ করে সাংসদকে হত্যা করা হয়। পরে চাপাতি দিয়ে দেহ টুকরো-টুকরো করে কেটে বিভিন্ন জায়গায় ফেলে দেওয়া হয়।আর আনোয়ারুল আজিমকে খুনের জন্য খুনিদের ৫ কোটি টাকার সুপারি দেওয়া হয়েছিল। খুনের আগে অগ্রিম বাবদ কয়েক লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কেন ছোটবেলার বন্ধুই আনোয়ারুল আজিমকে খুন করালেন, সেই রহস্যভেদ করার চেষ্টায় ব্যস্ত গোয়েন্দারা।কলকাতার নিউটাউনে সাংসদ আনোয়ারুল আজিমকে খুনের অপরাধে ইতিমধ্যেই তিন জনকে গ্রেফতার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ। ওই তিন জন হলেন-চরমপন্থী দল পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টির নেতা আমানউল্লাহ আমান, মোস্তাফিজ ও ফয়সাল। গোয়েন্দাদের জেরার মুখে আমান জানিয়েছেন, আনোয়ারুল আজিমকে হত্যার জন্য হানিট্র্যাপ ফেঁদেছিলেন সাংসদের ছোটবেলার বন্ধু আখতারুজ্জামান শাহীন। গত ৩০ এপ্রিল কলকাতায় যান শাহীন, আমান ও বান্ধবী সিলিস্তি রহমান। নিউটাউন এলাকার সঞ্জীবা গার্ডেনের একটি ডুপ্লেক্স ফ্ল্যাটে ওঠেন তারা। তার আগেই কলকাতায় গিয়েছিলেন শাহীনের দুই সহযোগী সিয়াম ও জিহাদ। ওই ফ্ল্যাটে বসে সাংসদ আজিমকে খুনের পরিকল্পনা করা হয়। ১০ মে বাংলাদেশে ফিরে আসেন শাহীন। খুনের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে নিজের দুই ঘনিষ্ঠ মোস্তাফিজ ও ফয়সালকে কলকাতায় ডেকে পাঠানো হয়।

বাংলায় বিরামহীন সন্ত্রাসের অভিযোগ

হাওড়া: নিউজ সারাদিন : পঞ্চায়েত থেকে পুরসভা, বিধানসভা থেকে লোকসভা। বাংলায় বিরামহীন সন্ত্রাসের অভিযোগ। নির্বাচনের পঞ্চম দফায় হাওড়ায় বিভিন্ন এলাকা থেকে অশান্তির ছবি উঠে এসেছিল। সেই হাওড়ার পাঁচলায় এবার এক বেনজির দৃশ্য। হাওড়া লোকসভায় ভোট-পরবর্তী হিংসায় প্রায় ২০০ জন ঘরছাড়া বলে অভিযোগ।যদিও ওই ২ তৃণমূল নেতা যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। পঞ্চায়েত প্রধান বলেন বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে ভোটের দিনে বুথে ছোটখাটো গন্ডগোল হয়েছিল। পরে তা মিটে যায়। তবে বিজেপি কর্মীরা তার বাড়িতে রাতে ইট ছোড়ে। সেই কারণেই পুলিশ তাদের বাড়িতে হানা দেয়। তারা নিজেরাই জঙ্গলে আছে। এর সঙ্গে তৃণমূলের কোনও সম্পর্ক নেই। তৃণমূলের বিধায়ক গুলশান মল্লিক বলেন প্রশাসন এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর লোকজন তাদের

এরপর ৩ পাতায়

১-ম পাতার পর

গরুপাচার মামলার অন্যতম অভিযুক্ত এনামুল হকের কোম্পানি থেকে টাকা ঢুকেছে ঘাটাল লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী দেব অধিকারী কাছে

দিতামনা।"

সংবাদ মাধ্যমের সামনে দেব জানিয়েছেন, যেহেতু গরুপাচার মামলার তদন্ত চলছে সেই কারণে এতদিন তিনি মুখ বন্ধ করে রেখেছিলেন। কিন্তু নথি যখন বাইরে এসেই গিয়েছে তাহলে চুপ থেকে লাভ নেই। তৃণমূল প্রার্থী বলেছেন, "তিন দিন ধরে এমন একটা হাওয়া গরম করা হল যে বিশাল কিছু আসবে। এই ধমকানো-চমকানো-ব্ল্যাকমেইলের রাজনীতি খুব দুঃখজনক। আর শুভেন্দুদার মতো একজন পোড় খাওয়া রাজনীতিক্ এমনকী আমি সকালে ওনাকে মেসেজও করেছি এটা কী দরকার ছিল?" দেবের আরও সংযোজন, "আজ শেষ দিন প্রচারের। আমায় তো একটা উত্তর দিতে হবে। আমি এতদিন চুপ ছিলাম। এখন যেহেতু নথি বেরিয়েই গিয়েছে আমি বলতেই পারি। কেন বেরলো? কোথা থেকে বেরলো। এইবার আমার মনে হয়েছে আর ভদ্রতা করে লাভ নেই।"দেবের প্রশ্ন, "এই তথ্য শুধু ইডি-সিবিআই আর হাইকোর্টের কাছে ছিল। শুভেন্দুদা কীভাবে পেল এটা?" তৃণমূল প্রার্থী এও প্রশ্ন তুলেছেন, তার মানে কি শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে ইডি-সিবিআই-এর যোগ রয়েছে? দেব বলেন, "আমার প্রশ্ন যা যা নথি গোয়েন্দারা পাচ্ছেন তা কি ওনারা পাঠিয়ে দিচ্ছেন? আজ অবধি আমি এই কারণে কিছু বলিনি কারণ একটা তো প্রসেস থাকে তদন্তের। আমি তো অভিযুক্ত নই এই কেসের। আমায় যতবার ডেকেছে বয়ান রেকর্ড করার জন্য। আমি আশ্চর্য হলাম এমন একটা সেনসিটিভ নথি কীভাবে বাইরে এলে।"

২ পাতার পর

বাংলায় বিরামহীন সন্ত্রাসের অভিযোগ

কর্মীদের মারধর করে তাড়িয়ে দেয়। পাঁচলায় ভোট শান্তিপূর্ণ হয়েছে। এখন বিজেপির কর্মীরা নাটক করছেন। তৃণমূলের নামে মিথ্যে অভিযোগ করছেন। তারাই পঞ্চায়েত প্রধানের বাড়ির লোকেদের ওপর হামলা চালায়।সোমবার ভোট-পর্ব মেটার পরেই পাঁচলা বিধানসভার বেলডুবি গ্রাম কার্যত পুরুষ শূন্য।

বিজেপির অভিযোগ, ছাপ্পা ভোটে বাধা দেওয়ায় ভোটের দিন তাদের দুই পোলিং এজেন্টকে মারধর করা হয়। এরপর রাতে তাঁদের বাড়িতে দলবল নিয়ে চড়াও হন বেলডুবি গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল প্রধান। বেধড়ক মারধর করা হয় বিজেপি কর্মীদের। ভয়ে গ্রামছাড়া হয়ে জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছেন বিজেপি কর্মী, সমর্থকরা। কার্যত মারধরের আতঙ্কেই বাড়ির পুরুষেরা জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছেন। অত্যাচারের অভিযোগ তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে উঠলেও তৃণমূল এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে।পঞ্চম দফা ভোটে গত ২০ মে হাওড়া সদর লোকসভা কেন্দ্রের ভোটগ্রহণ শেষ হয়। ওইদিন পাঁচলা বেলডুবি উত্তরপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৬৯ এবং ৭০ নম্বর বুথে দুপুর তিনটে নাগাদ গন্ডগোল হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন ওই বুথের বিজেপির দুজন এজেন্ট তৃণমূল কংগ্রেসের ছাপ্পা ভোটের প্রতিবাদ করায় তাদের বুথের মধ্যেই বেধড়ক মারধর করা হয়। পরে কেন্দ্রীয় বাহিনী জওয়ানরা তাদের সরিয়ে দেয়। এমনকি রাস্তায় বের হলে তাদের প্রাণে মেরে ফেলা হবে বলেও হুমকি দেওয়া হয়।

এই ঘটনার পর বেলডুবি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান শেখ রুহুল আমিন এবং তার দলবল বিজেপি সমর্থকদের বাড়িতে চড়াও হয়ে পুরুষদের বেধড়ক মারধর এবং ভাঙচুর করে বলে অভিযোগ। এমনকি রাতেও এলাকায় বেশ কয়েকটি বোমা পড়ে। আতঙ্কে ওইসব পরিবারের পুরুষ সদস্যরা এলাকা ছাড়া হয়ে যায়। তারা এই মুহূর্তে কাছেই জঙ্গলের মধ্যে রয়েছেন। ঘরে ফিরতে পারছেন না। বিজেপি কর্মীদের অভিযোগ তৃণমূলের ভোট রিগিং এ বাধা দেওয়ায় তাদের মারধর করা হয়। পুলিশকে বলা হলে উল্টে পুলিশ তাদের বাড়িতে এসে চড়াও হয় এবং মারধোর করে বলেই জানান হয়েছে। তাই একপ্রকার বাধ্য হয়ে তারা জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছেন এবং প্রায় অভুক্ত অবস্থায় তাদের দিন কাটছে, এমনটাই জানান হয়েছে।

মহিলা বিজেপি কর্মীদের আরও অভিযোগ তৃণমূল কর্মীরা তাদের ওপর অত্যাচারের হুমকি দেয় এবং এলাকাকে সন্দেশখালি করে দেওয়া হবে বলে হুমকি দেয়। তাদের যাবতীয় অভিযোগের তির বেলডুবি তৃণমূল গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান শেখ রুহুল আমিন ও স্থানীয় তৃণমূল বিধায়ক গুলশান মল্লিকের বিরুদ্ধে। তাদের অভিযোগ ওই দুজনের অত্যাচারে তারা ঘরছাড়া।

১-ম পাতার পর

ভোটের পরে তৃণমূলের বড়সড় রদবদলের সম্ভাবনা রয়েছে

ভালো করে খতিয়ে দেখা হবে। সেই বুথের ফলাফলের ওপরেই নির্ভর করবে সেখানকার তৃণমূলের নেতাদের পদপ্রাপ্তি বা কদর বাড়া বা কমার ভবিষ্যৎ। কার্যত লোকসভা নির্বাচনে নিজেদের এলাকার বুথের ফলাফলের(Booth Result) ওপর তৃণমূল নেতাদের ভাগ্য ঝুলে রয়েছে। বুথের ফলাফল খারাপ হলে সেখানকার নেতাদের পদ কেড়ে নেওয়া হবে বলেই জোড়াফুল সূত্রে জানা গিয়েছে। আর এই গোটা বিষয়টি দেখভাল করবেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ইতিমধ্যেই তিনি এই বিষয়ে জেলার জেলার নেতাদের অবহিত করেও দিয়েছেন বলে সূত্রে জানা গিয়েছে।

তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, ৪ জুন লোকসভা ভোটের ফলাফল ঘোষণার পর প্রতিটি বুথ ধরে পর্যালোচনা করা হবে। কোনও পঞ্চায়েত এলাকায় দল পিছিয়ে গেলে ওই এলাকার প্রধান বা দলের সভাপতিকে জবাব দিতে হবে। ব্লকের ফলাফল খারাপ হলে বিধায়ক এবং ব্লক সভাপতিকে প্রশ্নের মুখে পড়তে হবে। আগামী দিনে তাঁদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎও অন্ধকারে নেমে আসতে পারে। ভোটের আগে দলীয় বৈঠক করতে এসে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় 'পুরস্কার' এবং 'তিরস্কার' নীতির কথা ঘোষণা করে গিয়েছেন। এলাকায় ফল ভালো হলে সেই নেতাকে পুরস্কৃত করা হবে। তবে ফল খারাপ হলে সেই এলাকার নেতাদের ব্যাকবেঞ্চে যেতে হবে। কেননা অতীতে দেখা গিয়েছে, অনেক তাবড় নেতার বুথে দল ফল খারাপ করেছে। তারপরও তাঁরা বহাল তবিয়তে ক্ষমতায় থেকে গিয়েছেন। সংগঠনের তাঁরাই শেষ কথা হয়ে উঠেছিলেন। এবার কিন্তু সেটা আর হবে না। বুথের ফলাফল খারাপ হলে তাঁদেরও পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে। ফলাফল ভালো হলে অবশ্য প্রশংসা প্রাপ্য। জোড়াফুল শিবিরের নেতাদের দাবি, রাজ্যের গ্রাম থেকে শহর অনেক নেতারই চালচলন অন্যরকম। অথচ ভোটের সময় দেখা যায় নিজের বুথেই তাঁরা দলকে লিড দিতে পারছেন না। এলাকার লোকজন তাঁকে পছন্দই করেন না। অথচ সেই নেতাই বছরের পর বছর ছড়ি ঘোরাতে থাকেন। তাঁদের জন্যই এলাকায় ফল খারাপ হয়। তারপরও সংগঠনে তাঁদের গুরুত্ব কমে না।

১-ম পাতার পর

নির্বাচনের গণনার দিন গন্ডগোলের আশঙ্কা করে নির্বাচন কমিশনকে চিঠি দিলেন বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিংহ

সঙ্গে বেইমানি করে যে ভাবে অর্জুন সিংহ দলত্যাগ করে বিজেপির হয়ে ভোটে দাঁড়িয়েছেন, তা ব্যারাকপুরের মানুষ ভাল চোখে দেখেননি। তাই নিশ্চিত হার জেনেই আগে থেকে অজুহাত খাড়া করার কাজ সেরে ফেলতে চাইছেন।" তবে রাজ্য বিজেপি নেতৃত্বের কথায়, "২০২১ সালে নির্বাচনে গণনাকেন্দ্রে যে ভাবে একের পর এক বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থীদের হারানো হয়েছিল, সেই ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে অর্জুন সিংহ নির্বাচন কমিশনকে এমন চিঠি লিখেছেন। কে জিতবে, কে হারবে তা ঠিক করেছেন ব্যারাকপুরের মানুষ। কিন্তু ভোটগণনায় যাতে শাসকদল কোনও রকম কারচুপি না করতে পারে, সেই কারণেই আগাম সতর্কতা নেওয়া হচ্ছে।"যদিও রাজনৈতিক কারবারিদের একাংশের মতে, আগেভাগে নির্বাচন কমিশনে চিঠি দিয়ে 'উল্টো চাপ' দিতে চাইলেন ব্যারাকপুরের বিদায়ী সাংসদ।রাজ্যের প্রশাসনিক ক্ষমতা কাজে লাগিয়ে গণনাকেন্দ্রে কারচুপি করতে পারেন তাঁরা। ব্যারাকপুর থেকে নির্বাচিত তৃণমূলের বিধায়ক এবং পুরসভার চেয়ারম্যান গণনাকেন্দ্রে ঢুকে প্রভাব খাটাতে পারেন বলেই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন বিদায়ী সাংসদ। তাঁর দাবি, কাউন্টিং এজেন্ট ছাড়া আর কেউ যাতে গণনাকেন্দ্রে ঢুকতে না পারেন, তা সুনিশ্চিত করতে হবে কমিশনকে। ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রের গণনা হবে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কলেজে। এখানে আগে থেকেই তৃণমূল নেতারা গোলমাল পাকানোর যাবতীয় প্রস্তুতি রাখবেন বলে ওই চিঠিতে দাবি করেছেন অর্জুন। ব্যারাকপুরের রাজনীতিতে পার্থ ভৌমিক, সোমনাথ শ্যামের সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্বের কথা কারও অজানা নয়। বাংলার রাজনীতির কারবারিদের মতে, চিঠিতে নাম না করে শাসকদলের সেই নেতাদের দিকে ইঙ্গিত করেছেন তিনি।ব্যারাকপুরের বিদায়ী সাংসদের নির্বাচন কমিশনে এমন চিঠি দেওয়াকে তাঁর হারের 'পূর্বাভাস' বলেই ব্যাখ্যা করছে তৃণমূল। যদিও রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের মতে, আগেভাগে এই চিঠি দিয়ে নির্বাচন কমিশনের উপরই 'উল্টো চাপ' তৈরি করতে চাইলেন অর্জুন।চিঠিতে অর্জুন লিখেছেন, স্থানীয় বিধায়ক পুরসভার চেয়ারম্যান এবং কাউন্সিলর নিজেদের প্রভাব খাটিয়ে গণনাকেন্দ্রে গোলমাল করবেন বলে পরিকল্পনা করেছে তৃণমূল। গোপন সূত্র থেকে তিনি শাসকদলের এই পরিকল্পনার কথা জানতে পেরেছেন বলে দাবি করেছেন। ব্যারাকপুরের বিজেপি সাংসদ আরও লিখেছেন, গণনার কাজে ব্যবহৃত ডেকোরেটার এবং ক্যাটারারদের সঙ্গে যোগসাজশ করে গণনাকেন্দ্রে দুষ্কৃতীদের প্রবেশ করানো হতে পারে, যাতে গণনার ফল সহজেই প্রভাবিত করা যায়। এমন সব আশঙ্কার কথা উল্লেখ করে তিনি কমিশনকে চিঠি লিখেছেন। ইতিমধ্যে তৃণমূল নেতারা গণনাকেন্দ্রের দায়িত্বে থাকা ডেকোরেটর এবং ক্যাটারারদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন বলেও চিঠিতে উল্লেখ করেছেন অর্জুন। প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের টিকিট না পেয়ে বিজেপি প্রার্থী হয়ে ব্যারাকপুরে ভোটের লড়াই করেছিলেন অর্জুন। সাড়ে ১৪ হাজার ভোটে তৃণমূল প্রার্থী দীনেশ ত্রিবেদীকে হারিয়ে জয়ী হন তিনি। কিন্তু ২০২২ সালের মে মাসে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করেন। তাঁর প্রত্যাশা ছিল, এ বারের লোকসভা নির্বাচনে ব্যারাকপুর থেকে তাঁকে প্রার্থী করবে তৃণমূল। কিন্তু ১০ মার্চ ব্রিগেড মঞ্চে বসেই ব্যারাকপুর কেন্দ্রের প্রার্থী হিসাবে সেচমন্ত্রী পার্থের নাম শোনেন তিনি। এর পর দিল্লিতে গিয়ে ফের বিজেপিতে যোগদান করে আবারও ব্যারাকপুরের মানুষের কাছে ভোট চেয়েছেন অর্জুন।২০ মে ব্যারাকপুরের ভোট হয়ে গিয়েছে। ৪ জুন গণনার পরে বোঝা যাবে ব্যারাকপুরের কুরুক্ষেত্রে জয়ী হলেন কে।

২ পাতার পর

সোনারপুর টিকিট পরীক্ষকের হাতে ক্যানিংয়ের যুবক হয়রানিতে শিকার

হয়রানি করাচ্ছে, তবে জিআরপি দেখছি বলে আশ্বাস দিয়েও কোন পদক্ষেপ নেননি।তারপরেও ওই যুবকের উপরে অকথ্যভাবে অবিচার ও হয়রানি করতে থাকে টিকিট পরীক্ষকরা। ঘন্টাখানেক হয়রানি অপদস্ত করার পরে ২৬০ টাকা ফাইন নিয়ে তারপরে ওই যুবককে মুক্তি দিয়েছে। এইরকম তরতাজা যুবকের সঙ্গে অন্যায় হতে থাকলে একটা সময় এই যুবক যখন বিচার না পেয়ে, রাগও ক্ষোপের মধ্যে আইন নিজ হাতে তুলে তুলে নিলে প্রশাসন এদেরকে ক্রিমিনাল বানাতে ব্যস্ত থাকবে। এই কারণেই বাংলায় পুলিশ প্রশাসন ও শাসকদলের এত বদনাম, আর তার প্রভাব পড়বে এই লোকসভার ভোটের কিছুটাও হলেও।

বেঙ্গালুরু বায়ুসেনা কম্যান্ড হাসপাতালে ভারতীয় বায়ুসেনার

সর্ব প্রথম আপৎকালীন চিকিৎসা সংক্রান্ত পরামর্শ ব্যবস্থাপনার উদ্বোধন করেছেন বায়ুসেনা প্রধান

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দেশে ভারতীয় বায়ুসেনা কর্মী এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের জরুরি চিকিৎসা পরিষেবায় বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ এবং যথাযথ তদারকির জন্য ২১ মে, ২০২৪ তারিখে বেঙ্গালুরু বায়ুসেনা কম্যান্ড হাসপাতালে আপৎকালীন চিকিৎসা সংক্রান্ত পরামর্শ ব্যবস্থাপনা (ইএমআরএস)-র উদ্বোধন করেছেন ভারতীয় বায়ুসেনা প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল ভি আর চৌধুরী।

ইএমআরএস হলো দেশে ভারতীয় বায়ুসেনা কর্মী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের পরিষেবাদানের জন্য ২৪৷৭ টেলিফোনিক মেডিকেল হেল্পলাইন। এই ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য দেশের যে কোনো জায়গায় আপৎকালীন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে ফোন করা ব্যক্তিকে চিকিৎসক এবং প্যারামেডিকেল বিশেষজ্ঞদের মাধ্যমে জরুরি ভিত্তিতে চিকিৎসা সংক্রান্ত পরামর্শ দান এবং ভারতীয় বায়ুসেনার নিকটবর্তী চিকিৎসা সুবিধা কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা করে দেওয়া। এই সুবিধা আপৎকালীন পরিস্থিতিতে উচ্চমানের স্বাস্থ্য পরিষেবাদানের জন্য প্রযুক্তিকে যুক্ত করার প্রতি ভারতীয় বায়ুসেনার প্রতিশ্রুতি পূরণের প্রতীক। ইএমআরএস-এর একমাত্র লক্ষ্যই হলো মূল্যবান জীবন রক্ষা করা।

অনুষ্ঠানে বায়ুসেনা প্রধান এই ব্যবস্থাপনা পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি ইএমআরএস-এর গুরুত্ব তুলে ধরে জানান, এই উদ্যোগ ভারতীয় বায়ুসেনার জন্য শুধুমাত্র একটি মাইলফলকই নয়, বরং আপৎকালীন পরিস্থিতিতে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শের মাধ্যমে দ্রুত চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি।

লোকসভা নির্বাচন ২০২৪-এর সপ্তম পর্বে ৮টি রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে

৫৭টি কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আসরে ৯০৪ জন প্রার্থী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লোকসভা নির্বাচন ২০২৪-এর সপ্তম পর্বে ৮টি রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আসরে রয়েছেন ৯০৪ জন প্রার্থী। এই পর্বে ভোটগ্রহন ১ জুন। মোট ৫৭টি আসনের জন্য ২,১০৫টি মনোনয়নপত্র পেশ হয়। ১৪ মে মনোনয়ন পেশের সময়সীমা শেষ হওয়ার পর সেগুলি খতিয়ে দেখে ৯৫৪-টিকে বৈধ ঘোষণা করা হয়।এই পর্বে পাঞ্জাবে ১৩টি সংসদীয় কেন্দ্রের জন্য সবচেয়ে বেশি, ৫৯৮টি মনোনয়নপত্র পেশ হয়েছিল। উত্তরপ্রদেশের ১৩টি কেন্দ্রের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা ছিল ৪৯৫। বিহারের জাহানাবাদ কেন্দ্রে সর্বাধিক ৭৩টি মনোনয়নপত্র পেশ হয়। সপ্তম পর্বে কেন্দ্র পিছু প্রার্থীর গড় সংখ্যা ১৬।সপ্তম পর্বে পশ্চিমবঙ্গে ৯টি কেন্দ্রে ভোট নেওয়া হবে। প্রার্থীর সংখ্যা ১২৪। এই ৯টি সংসদীয় আসনের জন্য ২১৫টি মনোনয়নপত্র দাখিল হয়েছিল। খতিয়ে দেখার পর ১২৯টি বৈধ ঘোষিত হয়।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ১৪০ সংখ্যা ২৪ মে, ২০২৪ শুক্রবার ১০ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১

সম্পাদকীয়

ওবিসি শংসাপত্রে মমতার মুসলিম তোষণের রাজনীতি দেখছে বিজেপি

২০১০ সালের পর থেকে পশ্চিমবঙ্গে যত ওবিসি শংসাপত্র দেওয়া হয়েছে, বুধবার তা বাতিল করে দিয়েছে কলকাতা হাই কোর্ট। আদালত জানিয়েছে, বাতিল হওয়া শংসাপত্র আর কোনও চাকরি প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করা যাবে না। এই রায়কে স্বাগত জানিয়েছে সিপিএম এবং বিজেপি। দিল্লি থেকে আদালতের এই রায় প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। উল্লেখ্য, বুধবারের রায়ে আদালত ওবিসি শংসাপত্র বাতিল করলেও ওই শংসাপত্র ব্যবহার করে ইতিমধ্যে যাঁরা চাকরি পেয়ে গিয়েছেন, তাঁদের চাকরিতে হস্তক্ষেপ করা হবে না বলেও জানিয়েছে হাই কোর্ট। রায়কে চ্যালেঞ্জ করে শীর্ষ আদালতে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মমতা। শালবনির সভা থেকে তৃণমূল সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও আদালতের নির্দেশের সমালোচনা করেছেন।কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও ওবিসি শংসাপত্র বাতিলের রায়কে স্বাগত জানিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন। চুপ করে নেই বাম শিবিরও। সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বিবৃতি দিয়ে এ বিষয়ে নিজের বক্তব্য জানিয়েছেন।

ওবিসি শংসাপত্রে মমতার মুসলিম তোষণের রাজনীতি দেখছে বিজেপি। দিল্লিতে একটি জনসভা থেকে হাই কোর্টের রায় প্রসঙ্গে মোদী বুধবার বলেন, "কলকাতা হাই কোর্ট 'ইন্ডি' জোটকে বড়সড় থাপ্পড় মেরেছে। ২০১০ সালের পর থেকে দেওয়া সমস্ত ওবিসি শংসাপত্র বাতিল করে দিয়েছে। কারণ, বাংলার সরকার মুসলমান ভোটব্যাঙ্ক হাতে রাখার জন্য তাঁদের ওবিসি শংসাপত্র দিয়ে দিয়েছিল। এটা ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি, তোষণের রাজনীতি। এই রাজনীতিতে তৃণমূল সব সীমা ছাপিয়ে গিয়েছে।"

মোদীর বক্তব্যকেই আরও ব্যাখ্যা করে শাহ বলেন, "পশ্চিমবঙ্গের অনগ্রসর শ্রেণীর অধিকার ছিনিয়ে নিয়ে কোনও রকম সমীক্ষা ছাড়াই ১১৮টি মুসলিম জাতিকে মমতার সরকারের দেওয়া ওবিসি সংরক্ষণ সার্টিফিকেট স্থগিত করার আদেশ দিয়েছে হাই কোর্ট। এই রায়কে আমি স্বাগত জানাই। এই সিদ্ধান্তে মমতা সরকারের তোষণ নীতি এবং অনগ্রসর জাতিবিরোধী ভাবমূর্তি সকলের সামনে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। হাই কোর্টের নির্দেশ না মানা আদালত অবমাননার শামিল। পিছিয়ে পড়া সমাজের অধিকারে তৃণমূলের হস্তক্ষেপ বিজেপি সহ্য করবে না।"উল্লেখ্য, মমতা বুধবারই পানিহাটির জনসভা থেকে হাই কোর্টের রায়কে তুলোধনা করেন। সরাসরি এই রায়কে 'বিজেপির রায়' বলে কটাক্ষ করেন তিনি। বলেন, "এই রায় আমি মানি না। রাজ্যে ওবিসি সংরক্ষণ চলছে, চলবে। আমাকে ওরা চেনে না। আমি মাথা নত করার লোক নই। মুসলিমেরা কেন তফসিলিদের চাকরিতে ভাগ বসাবে? ওরা এত খারাপ নয়। মোদীবাবু আগুন নিয়ে খেলছেন। তফসিলিদের সংরক্ষণ আপনি বাতিল করতে চাইছেন। এটা হতে পারে না। মোদীকে খুশি করার জন্য এই রায়। এর বিরুদ্ধে যত দূর যেতে হয়, আমি যাব। প্রয়োজনে উচ্চতর আদালতে মামলা করব।" উল্লেখ্য, হাই কোর্টের কোনও বিচারপতির নাম নেননি মমতা। তবে বুধবার এই রায় ঘোষণা করেছে কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী এবং বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার বেঞ্চ। নাম না করেই তাঁদের রায়ের বিরোধিতা করেছেন।

ওবিসি রায় নিয়ে সিপিএম নেতা সেলিমের বক্তব্য, "রঙ্গনাথ মিশ্র কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে বাম সরকার প্রথম দেশে ওবিসি সংরক্ষণ ১৭ শতাংশ করেছিল। সংখ্যালঘু, মূলত মুসলমান সমাজে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষাগত দিক থেকে যাঁরা পিছিয়ে পড়া, তাঁদের শিক্ষা এবং চাকরিতে সংরক্ষণের অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছিল। বুধবার আদালতের রায় বাম সরকারের সেই সিদ্ধান্তকে স্বীকৃতি দিয়েছে। কিন্তু ক্ষমতায় আসার পর থেকে মমতা রাজ্যে ওবিসি সংরক্ষণকে তছনছ করে দিয়েছেন। কোথাও আইন মানা হয়নি। খোলামকুচির মতো শংসাপত্র বিলি করেছে তাঁর সরকার। সংবিধানকে তোয়াক্কা না করে রাজনৈতিক স্বার্থে মমতা যা করেছেন, তার ফলশ্রুতি হাই কোর্টের এই রায়।" সেলিম জানান, রাজ্য সরকারের কাছে তাঁদের দাবি, দ্রুত আদালতের নির্দেশ এবং ওবিসিদের চাহিদাকে মান্যতা দিয়ে পূর্ণাঙ্গ আইন প্রণয়ন করে ভুল শুধরে নেওয়া হোক।

কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকেও আক্রমণ করেছেন সেলিম। তিনি বলেন, "সংবিধান নির্দেশিত আইন অনুযায়ী যাঁরা সংরক্ষণ পাওয়ার যোগ্য, কেন্দ্র এবং রাজ্য তাঁদের দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না। লক্ষ লক্ষ পদ তফসিলি জাতি, আদিবাসী এবং ওবিসিদের জন্য সংরক্ষিত রয়েছে। তা পূরণ করা হচ্ছে না। দুই সরকার মিলে সংরক্ষিত পদকে সামনে রেখে মেরুকরণের রাজনীতি করছে।"

মায়ের আশীর্বাদ অসীম সাধারণ মানুষ তার প্রমাণ পায় তারাপীঠে

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

পুরাণের কাহিনী থেকে আরও জানা যায়, সতীহারা শিব দেবীকে কামনা করে এখানে এসে সাধনা করেন। তিন লক্ষ জপ করেছিলেন। তাঁর সাধনায় তুষ্ট হয়ে তারা বলেছিলেন, তিনি আবার উমারূপে তাঁর কাছে স্ত্রী রূপে যাবেন। আরও জানা যায়, মহামুনি বশিষ্ঠ বিষ্ণুর দ্বারা আদিষ্ট হয়ে এখানে এসে সাধনা করেছিলেন। সেই শ্বেতশিমুল, গাছের নীচে বসে তিনিও তিন লক্ষ তারা জপ করেছিলেন। ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণনের অবতার যুগে যুগে

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(চতুর্থ পর্ব)

জানতে পারলেও সেটি পুত্র না কন্যা বুঝতে পারেননি নন্দপত্নী।যোগমায়ার আবির্ভাবের পর তাঁর প্রভাবে কংসের কারাগারের প্রহরীবৃন্দ ও মথুরাবাসীগণ নিদ্রায় সংজ্ঞাশূন্য হয়ে পড়ল। কৃষ্ণকে কোলে নিয়ে বসুদেব আসতেই কারাগারের বৃহৎ লৌহকপাট ও লোহার শেকলযুক্ত দ্বার একে একে উন্মুক্ত হল। বসুদেব কারাগারের বাইরে বেরিয়ে আসতেই মেঘগর্জন ও তুমুল বৃষ্টিপাত শুরু হল। অনন্তনাগ সহস্র ফণা বিস্তার করে বৃষ্টি নিবারণের জন্য বসুদেবের মাথার উপর আচ্ছাদন হয়ে পিছন পিছন যেতে লাগলেন। প্রবল বৃষ্টির কারণে স্রোতস্বিনী যমুনার তখন ভয়ংকর চেহারা। যমুনা পথ দেখালেন বসুদেবকে। বসুদেব নন্দালয়ে উপস্থিত হয়ে দেখলেন ব্রজবাসী সকলেই যোগনিদ্রায় মগ্ন। তখন তিনি সূতিকাগারে যশোদার শয্যায় নিজপুত্রকে রেখে যশোদার নবজাতিকাকে সঙ্গে নিয়ে কংসের কারাগারে ফিরে গেলেন। দেবকীর শয্যায় তাকে রাখতেই কারাগারের লৌহকপাটগুলি বন্ধ হয়ে গেল।এদিকে কংস খবর পেয়ে সূতিকাগৃহে এসে দেখলেন নবজাতক নয়, এক নবজাতিকা আপনমনে খেলা করছে। এরপর শিশুটিকে শিলায় আছাড় মারার চেষ্টা করতেই সে কংসের হাত পিছলে আকাশে উঠে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে দৈববাণী হল- 'হে দুরাচার কংস, তোমাকে যে হত্যা করবে সে ইতিমধ্যেই জন্মগ্রহণ করেছে। তোমাকে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে।' এই সত্য কথা গুলো আজও আমরা উপলব্ধি করতে পারি সংস্কৃত সেই শক্তির মাধ্যমে। তাই চিতী সংজ্ঞানে এই ধাতু হইতে 'চিৎ' শব্দ সিদ্ধ হয়। 'য়শ্চেততি চেতয়তি' সংজ্ঞাপয়তি সর্বান সজ্জনান য়োগিনস্তচ্চিৎ পরং ব্রহ্ম' তিনি চেতন স্বরূপ, সকল জীবকে চেতনা যুক্ত করেন এবং যিনি সত্যাসত্যের জ্ঞাপয়িতা, সেই পরমেশ্বরের নাম 'চিৎ'। এই তিন শব্দের বিশেষণে পরমেশ্বরকে 'সচ্চিদানন্দ স্বরূপ' বলে।

একথা ঠিক গীতার ৪ অধ্যায় এর ৭ শ্লোকের দ্বারা কৃষ্ণ বলে গেছেন বলে অবতারের পক্ষে অনেক ওকালতি করেন। কিন্তু অবতার শব্দটি সেখানে নেই। তাই আমাদের বাংলাদেশের উর্বর পলিমাটিতে অবতারের ঢেউ লেগে গেছে। পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণকারী মহাত্মা বা বীর পুরুষেরা সকল অন্যায়কে দমন করতে বিদ্রোহ করেন এবং মানব সমাজকে সুন্দর পথে পরিচালিত করেন। এই সকল আদর্শ মানুষেরা পূর্ণ ভগবান, অবতার বা ভগবানের অংশ কোন ক্রমেই নহেন। প্রত্যেকেই যদি তদীয় গুরুকে অবতার আখ্যা দেন, তবে অবতারের গুরুত্ব অবশ্যই থাকে না, আবার সনাতন ধর্মের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ বেদ অবতারকে স্বীকার করে না, সেখানে মৎসৃষ্ট অবতার নিয়ে লাফালাফি করাও সঠিক নয়।সর্বশেষে এটাও মনে রাখা উচিত যে বা যিনি কাউকে অবতার বলে সিদ্ধান্ত করবেন, তার নিজের অবতারত্ব সিদ্ধ হয়েছে কিনা তা প্রমাণ করা প্রয়োজন। কারন সমান সমান জ্ঞানী না হলে তিনি অপরকে চিনতে পারেন না। একজন স্কুলের ছাত্র যেমন কোন কলেজের এম, এ ক্লাসের ছাত্রের জ্ঞানের পরিমাপ করতে পারেন না, সেইরূপ যে ব্যক্তি অবতার হননি, তার পক্ষে অপর কাউকে অবতার বলে আখ্যা দেয়া সম্ভব হয় না। সুতরাং কাউকে অবতার বলতে হলে যিনি অবতার বলেছেন, তিনি অবতার হয়েছেন কিনা পূর্বে তাই জানা দরকার।আবার যিনি বলেছেন তাকে অবতার বলে প্রমাণ করবার জন্য অপর একজন তৃতীয় ব্যক্তিরও প্রয়োজন। এভাবে অবতারত্ব অসিদ্ধ হয়ে পড়ে। পবিত্র বেদ, উপনিষদ এবং বৈদিক গ্রন্থে অবতারবাদের কোন প্রমাণ নেই, এটা সকল সনাতনী ধর্মাবলম্বী মানুষের জ্ঞান করা একান্ত উচিত। সেই লক্ষ্যে

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সাইবার অপরাধের মোকাবিলায় নাগরিক,

সঞ্চার সাথী এবং টেলিকম দফতরের যৌথ প্রচেষ্টা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : জালিয়াতির জন্য টেলিফোনের চেষ্টা ইত্যাদি নজরে এনে সাইবার অপরাধ মোকাবিলায় সক্রিয় ভূমিকা নিচ্ছেন সজাগ নাগরিকরা। এক্ষেত্রে তাঁরা ব্যবহার করছেন সঞ্চার সাথী পোর্টালের চক্ষু-রিপোর্ট সাসপেক্টেড ফ্রড কমিউনিকেশনশ ব্যবস্থাপনা।

এই সক্রিয়তার সুবাদে শুধু তাঁরাই নন, অগণিত মানুষ জালিয়াতির ফাঁদ এড়াতে পারছেন। বস্তুত সাইবার অপরাধের মোকাবিলায় সজাগ নাগরিকরাই প্রথম সারির সৈনিক। দায়িত্বশীল এই নাগরিকদের ভূমিকা টেলিযোগাযোগ দফতরের পক্ষেও সাইবার জালিয়াতি মোকাবিলায় বিশেষভাবে সহায়ক। এঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছে ওই দফতর। নাগরিকদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে টেলিযোগাযোগ দফতর সাইবার অপরাধীদের বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নিচ্ছে। সম্প্রতি এলআইসি এবং স্টেট ব্যাঙ্কের আধিকারিকদের নাম করে ভুয়ো টেলিফোন মারফৎ নানান ধরনের প্রলোভন দেখিয়া সাধারণ মানুষকে প্রতারিত করার চেষ্টা করছে কিছু অসাধু ব্যক্তি।

১৯-০৫-২০২৪ তারিখে ১৪টি মোবাইল নম্বর থেকে এই ধরনের অপচেষ্টার কথা জানতে পেরেছে টেলিযোগাযোগ দফতর। টেলিযোগাযোগ দফতরের পদক্ষেপ: প্রাপ্ত অভিযোগের ভিত্তিতে ২৪ ঘন্টার মধ্যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ২১-০৫-২০২৪ তারিখে সারা দেশে ৩৭২টি হ্যান্ড সেট ব্লক করে দেওয়া হয়েছে, আপাতভাবে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হয়েছে ৯০৬টি মোবাইল সংযোগ।

এই ধরনের জালিয়াতির চেষ্টা নজরে এলে সঞ্চার সাথী পোর্টালের (http://www.sancharsaathi.gov.in/sfc) চক্ষু-রিপোর্ট সাসপেক্টেড ফ্রড কমিউনিকেশনশ ব্যবস্থাপনায় তা জানাতে নাগরিকদের অনুরোধ করেছে টেলিযোগাযোগ দফতর।

টেলিযোগাযোগ দফতর কিংবা টেলি নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের আধিকারিকদের নাম করে ভুয়ো তথ্যাদি পরিবেশনের বিষয়ে ধারাবাহিক ভিত্তিতে সাধারণ মানুষকে সতর্ক করে চলেছে সরকার। এক্ষেত্রে মূলমন্ত্র হল:

- সজাগ থাকুন
- অবহিত করুন
- প্রতিরোধ করুন সম্মিলিতভাবে

সঞ্চার সাথী পোর্টালের চক্ষু ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে:

টেলিযোগাযোগ দফতরের সঞ্চার সাথী পোর্টালে নবতম সংযোজন চক্ষু। এর মাধ্যমে নাগরিকরা টেলিফোন, এসএমএস বা হোয়াটসঅ্যাপ মারফৎ জালিয়াতির ফাঁদে ফেলার প্রচেষ্টার কথা সহজেই টেলিযোগাযোগ দফতরের নজরে আনতে পারেন। ব্যাঙ্কের কেওয়াইসি পুনর্নবীকরণ, গোপন তথ্য ফাঁস ইত্যাদির ভয় দেখিয়ে জালিয়াতির চেষ্টা রুখে দেওয়ায় অত্যন্ত কার্যকরী এই ব্যবস্থাপনা।

সিনেমার খবর

cinema TV

'ভোটাধিকার প্রয়োগ' নিয়ে বিশেষ বার্তা দিলেন শাহরুখ

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : ভারতে চলছে লোকসভা নির্বাচন। ধাপে ধাপে সম্পন্ন হবে নির্বাচন। সোমবার (২০ মে) লোকসভা নির্বাচনের পঞ্চম দফার ভোট। আর এই দিনে মহারাষ্ট্রের মানুষকে সচেতন হয়ে ভোট দেওয়ার বার্তা দিয়েছেন বলিউড বাদশাহ শাহরুখ খান।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শাহরুখ পোস্ট করে জানান, সচেতন নাগরিক হিসেবে ভোট দেওয়া জরুরি। সোমবার মহারাষ্ট্রের দায়িত্বপূর্ণ ভারতীয় নাগরিক হিসেবে আমাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতেই হবে। ভারতীয় হিসেবে চলুন এই দায়িত্ব পালন করি এবং দেশের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কাজ যে ভোট, সেটা বুঝে নিই। ভোটাধিকার নিয়ে প্রচারে এগিয়ে আসুন।'

চলচ্চিত্রের পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন ইস্যুতেও কথা বলতে দেখা যায় তাকে। আর এবার সচেতন নাগরিক হিসেবে দেশবাসীকেও দিলেন ভোটের বার্তা।

দীর্ঘ সাড়ে চার বছর আড়ালে থাকার পর ২০২৩ সালে ফের পর্দায় ফিরেছেন শাহরুখ খান। একই বছরে পর পর তিনটি সিনেমা মুক্তি পায় শাহরুখের। প্রথমে 'পঠান', তার পরে 'জওয়ান' ও সর্বশেষ রাজকুমার হিরানির 'ডানকি'। দাপটের সঙ্গেই পর্দায় ফিরেছেন বলিউড বাদশাহ আর ফিরেই নিজের গদি আবার দখলে নিয়েছেন। সামনে তাকে দেখা যাবে সুজয় ঘোষের 'দ্য কিং' চলচ্চিত্রে। এতে তার সঙ্গে অভিনয় করছেন মেয়ে সুহানা খান।

ভোট নাকি সিনেমা, কঙ্গনার কাছে কোনটা সহজ?

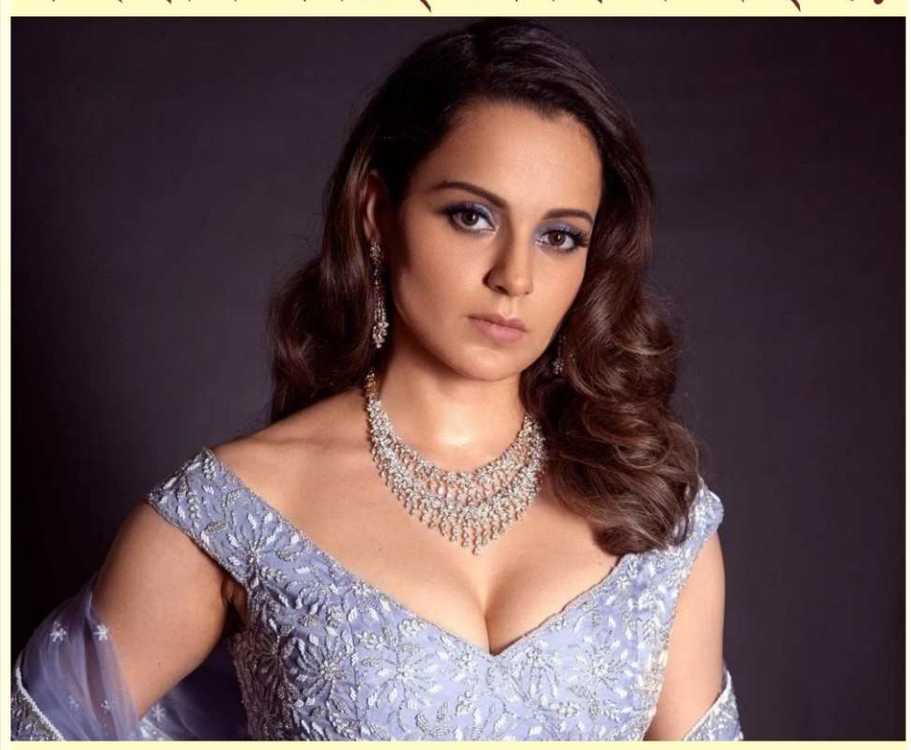

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : ভারতের লোকসভা নির্বাচনে ক্ষমতাসীন ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) হয়ে ভোটে লড়ছেন ভারতীয় অভিনেত্রী কঙ্গনা রনৌত। হিমাচল প্রদেশের মান্ডি লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপির প্রার্থী তিনি। প্রর্থিতা ঘোষণার পর থেকেই নির্বাচনী এলাকা চষে বেড়াচ্ছেন এই অভিনেত্রী। তার মতে, ভোটে দাঁড়ানো সহজ ব্যাপার নয়, ভোটের থেকে সিনেমা অনেক সহজ কাজ।

কঙ্গনা নিজের ইনস্টাগ্রামে প্রচারণার একটি ভিডিও পোস্ট করে লেখেন, '৬টা জনসভা। দলীয় কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক। অত্যন্ত দুর্গম গ্রামীণ পাহাড়ি রাস্তা। এক দিনে ৪৫০ কিলোমিটার পথ পাড়ি, এমনকি রাতেও চলেছে সেই যাত্রা। না ঠিকমতো খাবার আছে, না জলখাবারের সময়। রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে গাড়িতে বসে ভাবছি, সিনেমা বানানো নিয়ে ফিল্মি লড়াই এই যুদ্ধের কাছে খানিকটা রসিকতার মতো।'

প্রচারে নাকি ভালোই সাড়া পাচ্ছেন কঙ্গনা। নিজের জয়ের বিষয়েও নিশ্চিত অভিনেত্রী। জিতলে অভিনয় ছেড়ে রাজনীতিতেই মনোনিবেশ করবেন এমন মন্তব্যও করেছেন। এক সাক্ষাৎকারে কঙ্গনা বলেন, 'ভোটে জিতলে আমি ধীরে ধীরে বলিউড (অভিনয়) ছেড়ে দেব।'

বহুদিন ধরে কোনো হিটের মুখ দেখেননি কঙ্গনা। এমনকি চলতি লোকসভা নির্বাচনের ব্যস্ততায় পিছিয়ে গেছে তাঁর বহু প্রতীক্ষিত সিনেমা 'ইমার্জেন্সি', যার ফলে 'ফ্লপ কুইন'-এর খোঁটাও শুনতে হয়েছে তাকে!

ঘনিষ্ঠ দৃশ্যে তামান্না, মুখ খুললেন অভিনেত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : ভারতের দক্ষিণী সিনেমার জনপ্রিয় অভিনেত্রী তামান্না ভাটিয়া। অভিনয় জগতে বেশ সাড়া জাগিয়েছেন তিনি। বেশ কিছু হিট সিনেমা উপহার দিয়েছেন দর্শকদের। এক সময় এমন ছিল যে পর্দায় চুম্বনের দৃশ্যেও রাজি ছিলেন না এই অভিনেত্রী। পরে সেই প্রতিজ্ঞা ভেঙে

'লাস্ট স্টোরিজ ২' ছবিতে অভিনেতা বিজয় বর্মার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ দৃশ্যে অভিনয় করেন তামান্না।

এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'পর্দায় ঘনিষ্ঠ দৃশ্য অভিনয় করার সময়ে আমাদের চেয়ে পুরুষদের বেশি অস্বস্তি হয়। ওরা ভাবেন, বেশি ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করলে মহিলারা হয়ত খারাপ ভাববেন। মহিলাদের যাতে অস্বস্তি না হয়, সেই বিষয়টা নিয়ে ভাবতে হয়।'

'লাস্ট স্টোরিজ ২'-তে বিজয়ের সঙ্গে তামান্নার চুম্বনদৃশ্য নেটদুনিয়ায় বেশ সাড়া ফেলেছিল। সেই ছবির সময় থেকেই সম্পর্কে জড়ান তামন্না ও বিজয়। বিজয় ছাড়াও 'জি করদা' ওয়েব সিরিজে অভিনেতা সুহেল নায়ারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ দৃশ্যে অভিনয় করেছেন তামন্না।

তামান্নার ছবি 'আরানমানাই ৪' বক্স অফিসে ভাল ব্যবসা করছে। এখনও পর্যন্ত এ ছবি ৪৭.৯০ কোটি রুটি আয় করেছে। ছবিটির সাফল্য দেখেই এই ছবির হিন্দি ডাবিং আগামী ২৪ মে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে। অন্যদিকে, বিজয় বর্মার উল্লেখযোগ্য কাজের মধ্যে রয়েছে, 'ডার্লিংস', 'মার্ডার মুবারক', 'জানে জান', 'দহাড়', 'মির্জাপুর' ইত্যাদি।

বোল্ড লুকে দিশা পাটানি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বলিউডের বর্তমান সময়ের জনপ্রিয় অভিনেত্রী দিশা পাটানি। যদিও অভিনয়ের থেকে নিজের সাহসী ও খোলামেলা রূপের জন্যই বেশি আলোচনায় থাকেন তিনি।

নিজের বোল্ড লুকের ছবি দিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় বরাবরই পারদ চড়ান দিশা। এবারেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। সম্প্রতি থাইল্যান্ডে ঘুরতে গেছেন এই তারকা। সেখানে গিয়েই উষ্ণতা ছড়ালেন ভক্তদের মাঝে।

ইনস্টাগ্রামে বেশ কিছু ছবি প্রকাশ করেছেন দিশা। যেখানে দেখা যাচ্ছে, মাঝ সমুদ্রে আলো ছায়ার খেলায় মেতেছেন অভিনেত্রী। কয়েকদিন আগেই ওয়াইন রঙের একটি বিকিনি পড়ে ছবি দিয়েছিলেন তিনি। তবে এবার হাজির হয়েছেন সাদা বিকিনিতে। একটুকরো পোশাকেই যেন শরীর ঢাকার চেষ্টা করেছেন অভিনেত্রী।

ইনস্টাগ্রামে দিশাকে প্রায় ৬ কোটি মানুষ অনুসরণ করেন। অভিনেত্রীর বিভিন্ন ছবি, মুহূর্তগুলোর চিত্র দেখতেই যেন তারা সবসময় মুখিয়ে থাকেন।

বন্ধ চোখে থমথমে ধোনি,

আনন্দে কাঁদলেন কোহলি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : আইপিএলের ১৭তম আসরের প্লে-অফ। ইতোমধ্যেই নিশ্চিত হয়েছিল তিন দলের শেষ চার। বাকি ছিল মাত্র একটি দল। আর সেই শেষ দল হিসেবে লড়াই জমেছিল চেন্নাই সুপার কিংস বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালুরুর। যেখানে প্লে অফে ওঠার জন্য চেন্নাই সুপার কিংসের দরকার ছিল শুধু জয়। অন্যদিকে, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালুরুর দরকার ছিল অঙ্ক কষে জয়। প্লে অফের অঙ্ক মিলিয়ে আইপিএলের শেষ চারে পৌঁছে গেছে বিরাট কোহলিরা। বিপরীতে বিদায় নিয়েছে মহেন্দ্র সিং ধোনিরা।

ভারতীয় ক্রিকেটের দুই তারকার লড়াই হিসেবে আগেই চিহ্নিত হয়ে গিয়েছিল শনিবারের ম্যাচ। ক্রিকেটপ্রেমীরা কার্যত দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। ইয়াশ দয়াল চেন্নাইয়ের ইনিংসের শেষ বলটি করতেই কোহলির পাগলাটে উচ্ছ্বাস দেখলেন ক্রিকেটপ্রেমীরা।

শুধু উচ্ছ্বাস নয়, আনন্দে-আবেগে চোখের কোণও ভিজে গেল কোহলির। গ্যালারিতে কাঁদলেন তার স্ত্রী আনুশকা শর্মাও। কাঙ্ক্ষিত জয় আসতেই চিন্নাস্বামীর মাঠে কোহলির দৌড়ের মধ্যে ছিল মুক্তির ছোঁয়া।

একটা সময় প্রথম দল হিসেবে আইপিএলের লড়াই থেকে ছিটকে যাওয়ার মতো অবস্থা হয়েছিল আরসিবির। সেখান থেকে টানা ছয় ম্যাচে জয়ের পর কোহলি যেন ডানা মেলে উড়লেন মাঠে। মুদ্রার অন্য পিঠও চোখ এড়ায়নি ক্রিকেটভক্তদের।

দলকে আইপিএলের প্লে অফে তুলতে মরিয়া চেষ্টা করেছিলেন ৪২ বছরের ধোনি। ২০তম ওভারের প্রথম বলে দয়ালকে মারা বিশাল ছক্কাটায় তার পরিচিত সিংহ মেজাজ ধরা পড়েছিল।

ধোনির ছক্কায় ব্যাঙ্গালুরুর শিবিরে যেমন শঙ্কা তৈরি হয়েছিল, তেমনই আশার আলো জ্বলেছিল চেন্নাইয়ের ডাগআউটে। স্টিফেন ফ্লেমিংয়ের মুখ চকচক করছিল ধোনির ছক্কার পর।

পরের বলে আবার ছক্কা মারার চেষ্টা করতে গিয়ে বাউন্ডারির লাইনের কাছে থাকা স্বপ্নিল সিংহের হাতে ধরা পড়েন ধোনি। মুহূর্তে বদলে গেল দুই শিবিরের ছবি। হতাশায় ব্যাটে ঘুষি মারলেন ধোনি। অভিজ্ঞ ক্রিকেটার হয়তো তখনই ভবিতব্য পড়ে ফেলেছিলেন।

ধোনি যখন হতাশ হয়েছেন, তখনই উচ্ছ্বসিত দেখিয়েছে কোহলিকে। আবার কোহলির হতাশায় স্বস্তি পেয়েছেন ধোনি। টান টান ম্যাচে ক্রমাগত বদলেছে দুই ক্রিকেটারের মুখের অবয়ব। তাদের সেঙ্গ বদলেছে চিন্নাস্বামীর আবহ। ক্রিকেট তো এমনই!

ট্রফি ছুঁয়ে দেখা হয়নি কখনো, এবার কী হবে?

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ইন্ডিয়ার প্রিমিয়ার লিগে (আইপিএল) একটা দল আছে নাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু (আরসিবি)। বছরের পর বছর ধরে গেইল-ভিলিয়ার্সদের মত বিশ্বের বাঘা বাঘা ব্যাটসম্যানদের দলে ভিড়িয়েও পায়নি কোনো ট্রফির দেখা। তারপরও আইপিএলের প্রতি আসরে লাখ লাখ ক্রিকেটপ্রেমী বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে আরসিবি, আরসিবি বলে গলা ফাটায়। কারণ ওই একটাই, এই দলেই যে খেলছেন আধুনিক ক্রিকেটের সেরা ব্যাটসম্যান কিং কোহলি! কখনই দর্শকদের প্রত্যাশার পারদের হিসাব মেলাতে পারেনি আইপিএলের রেড ডেভিলরা। চলতি আসরেও তাদের শুরুটা হয়েছিল একদম বাজে! প্রথম আট ম্যাচে এক জয়ে মাত্র দুই পয়েন্ট! সবার আগে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নেওয়াটা যেন সময়ের অপেক্ষা! প্রত্যাবর্তনের গল্পটা তখনো যে লেখা বাকি! কে জানতো এই দলটাই পরের সবগুলো ম্যাচ জিতে, সমীকরণ মিলিয়ে কোয়ালিফাই করবে শেষ চারে? এটাকেই বলে বুঝি- পুরাণের ফিনিক্স পাখির মতো ঘুরে দাঁড়ানো! ২০২৩ সালে আইপিএলের রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর নারী ক্রিকেটারদের উদ্দেশে এক ভাষণে কিং কোহলি বলেছিলেন, 'মাঝেমধ্যে ১ শতাংশ সম্ভাবনাও যথেষ্ট। আপনি আপনার সেরাটা দিন। ম্যাজিকটা ঘটে যেতেই পারে।'

আইপিএলের চলতি আসরে ৮ ম্যাচে ১ জয়ে মাত্র ২ পয়েন্ট নিয়ে আরসিবি'র কোয়ালিফাই করার চান্স ছিল মাত্র ১ শতাংশই। কোহলি যেন নিজের কথা রাখলেন, ১ শতাংশ সম্ভাবনা থেকে নিজ ব্যাটে ভর করিয়ে টানা ছয় ম্যাচে জয় নিয়ে দলকে টেনে তুললেন কোয়ালিফাইয়ে। এ যেন রূপকথার মতো প্রত্যাবর্তন, আইপিএলের ইতিহাসে সবচেয়ে সেরা প্রত্যাবর্তন। এখন কেবলমাত্র অধরা কাপটা ধরা দিলেই ষোলকলা পূর্ণ হবে।

এবার আসি কোয়ালিফাই করতে সর্বশেষ বাধা বর্তমান চ্যাম্পিয়ন চেন্নাইয়ের বিপক্ষের ম্যাচের সমীকরণে। এই ম্যাচে সমীকরণটা ছিল- আগে ব্যাট করলে জিততে হবে ১৮ রানে আর পরে ব্যাট করলে জিততে হবে ১৮.১ ওভারে। এদিকে কঠিন ম্যাচের আগে এই ১৮ নাম্বারটি নিয়ে নানা কথা! ১৮ নম্বর জার্সি পরে খেলেন কোহলি, ১৮ তারিখে ম্যাচ, ১৮ তারিখে হারে না আরসিবি! আরো কত কথা। তবে আবহাওয়া বলছিল- বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা ৯০ শতাংশ। মহারণে ব্যাট করতে নেমে কোহলি-ডু প্লেসি ঝড় থামিয়ে দেয় বৃষ্টি। তবে বৃষ্টি দেবতাও বুঝি চাইছিল দুই গ্রেট কোহলি-ধোনির মাঠের লড়াইটা জমে উঠুক। বৃষ্টির বাগরাও বেশিক্ষণ থাকেনি। নির্ধারিত সময়েই শুরু হয় খেলা। অধিনায়ক ডু প্লেসির ফিফটি আর কোহলি-গ্লেন-ম্যাক্সওয়েলের আগ্রাসী ব্যাটিংয়ে বেঙ্গালুরু ২০ ওভারে করে ২১৮ রান। অর্থাৎ চেন্নাইকে প্লে অফ নিশ্চিত করতে হলে করতে হবে অন্তত ২০১ রান। অন্যদিকে আরসিবিকে প্লে অফে যেতে হলে চেন্নাইকে ২০১ রান অতিক্রম করতে দেয়া যাবে না।

নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারানো চেন্নাইকে কখনোই মনে হয়নি জিততে পারবে। ম্যাচের প্রথম বল থেকেই চেন্নাইয়ের টুটি চেপে ধরে বেঙ্গালুরুর ব্যাঙ্গালুরুর বোলাররা। শেষ পর্যন্ত শেষ ওভারের সমীকরণ দিয়ে দাঁড়ায়, চেন্নাইকে প্লে অফ নিশ্চিত করতে হলে করতে হবে ১৭ রান! ব্যাটিংয়ে স্ট্রাইকিং প্রান্তে রয়েছেন সময়ের সেরা ফিনিশার মহেন্দ্র সিং ধোনি। আর বোলিংয়ে ছিলেন ভারতের তরুণ তুর্কি কিছুটা অনভিজ্ঞ যশ দয়াল!

দয়ালের প্রথম বলটাই ছক্কা হাঁকালেন ধোনি! তাও আবার ১১০ মিটারের মাঠ ছাড়ানো ছক্কা! সমীকরণ দাঁড়ালো পাঁচ বলে এগারো রান। আধুনিক ক্রিকেটে ধোনির মতো ব্যাটসম্যান ক্রিজে থাকলে যেটা ডাল-ভাত। ছক্কা খাবার পর ২৬ বছর বয়সী যশ দয়ালের ফ্লাশব্যাকে রিংকু সিংয়ের সেই দু:সহ স্মৃতি ভেসে ওঠার কথা! তবে উত্তরপ্রদেশের এই বোলার স্নায়ুকে নিয়ন্ত্রণে এনে শেষ পাঁচ বলে লিখলেন ইতিহাস! ছক্কার পরের বলে ধোনিকে আউটসহ পাঁচ বলে দিলেন মাত্র এক রান! আর খাদের কিনারা থেকে রয়েল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু লিখলো অমরকাব্য।

এর আগে তিনবার ফাইনাল খেললেও শিরোপা ছুঁয়ে দেখা হয়নি বেঙ্গালুরুর। ২০০৯ সালে ডেকান চার্জাস, ২০১১ সালে চেন্নাই সুপার কিংস ও ২০১৬ সালে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের কাছে শিরোপা খুইয়েছিল আরসিবি। তবে এবারের আইপিএলে এমন অবিশ্বাস্য প্রত্যাবর্তনের পর কোহলি ভক্তদের মনে প্রশ্ন যেই ট্রফিটা ছুঁয়ে দেখা হয়নি কখনো, এবার কী হবে? নাকি আরো একবার আরসিবির আফসোসের কারণ হবে আইপিএলের ওই ট্রফিটা। তবে বিশ্বজুড়ে ক্রিকেট ভক্তদের প্রার্থনা- এভাবে ফিরে আসে যারা, যাদের রক্তে জয়ের নেশা; তাদের সুদিন আসুক। কোহলির ব্যাঙ্গালুরু ট্রফি উঁচিয়ে হাসুক!

ক্লাব ও আন্তর্জাতিকের ব্যস্ত সূচিতে

ফিট থাকাটাই চ্যালেঞ্জ মেসির

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ফুটবল জাদুকর লিওনেল মেসি। ফুটবল দুনিয়ায় এমন কোন অর্জন নেই যা তার ঝুলিতে নেই। ইতোমধ্যেই দীর্ঘদিনের অধরা সোনালী ট্রফিটাও জিতেছেন তিনি। আর এতে করে সর্বকালের সেরা হওয়ার অ্যাখ্যাও পেয়েছেন ৩৬ বছর বয়সী এই ফুটবল জাদুকর।

আসছে ২৪ জুন, ৩৭ বছরে পা দেবেন তিনি। আর লিও'র এবারের জন্মদিনের সময় সময় চলবে কোপা আমেরিকার ৪৮তম আসর। আর এবারের কোপার আসরে আলবিসেলেস্তেরা চাইবে গতবারের মতো শিরোপা নিজেদের ঘরেই রাখতে। সেজন্য ইতোমধ্যেই কোচ লিওনেল স্কালোনি ছক কষছেন, করছেন পরিকল্পনা। আর শিরোপা ধরে রাখার মিশনে কোচ লিওনেল স্কালোনির পরিকল্পনার বড় অংশ হচ্ছেন লিও মেসি।

তবে চলতি মৌসুমে হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট বেশ ভোগাচ্ছে লিও মেসিকে। যার জন্য বেশ কয়েকবার পড়েছিলেন ইনজুরিতে। যে কারণে খেলতে পারেননি মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) ইন্টার মায়ামির সর্বশেষ ম্যাচেও। আর মেসি না খেলায় সে ম্যাচে পয়েন্ট হারায় ফ্লোরিডার দলটি।

কিন্তু শুক্রবার দলের অনুশীলনে যোগ দেন মেসি। পরে ইন্টার মায়ামির আর্জেন্টাইন কোচ জেরার্ডো মার্টিনো জানান শনিবার (বাংলাদেশ সময় রোববার ভোর সাড়ে ৫টা) ডিসি ইউনাইটেডের বিপক্ষে খেলবেন দলের অধিনায়ক। ফলে এক ম্যাচ বিরতি দিয়ে আবারও মাঠে ফেরায় স্বস্তি ফিরেছে ইন্টার মায়ামি ও আর্জেন্টাইন শিবিরে। গত ১১ মে মন্ট্রিয়েলের ফুটবলার জর্জ ক্যাম্পবেলের বাজে ট্রাকেলের শিকার হন মেসি। তাৎক্ষণিক চিকিৎসার পর পুরো ম্যাচ খেললেও অস্বস্তিতে ভুগতে দেখা যায় তাকে। তাই সতর্কতার কারণে গত ১৫ মে অরল্যান্ডো সিটির বিপক্ষে খেলা হয়নি আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়কের। ফলে ম্যাচটি গোলহীন ড্রতে শেষ করে মায়ামি। চলতি মৌসুমে লিগে এখন পর্যন্ত ৫টি ম্যাচে খেলতে পারেনি মেসি। ১০ গোল করে আছেন সর্বোচ্চ গোলদাতার তালিকার শীর্ষে।

মেসির সামনে ক্লাব ও আন্তর্জাতিক ফুটবলের ব্যস্ত সূচি রয়েছে। শনিবার ডিসি ইউনাইটেডের মুখোমুখি হওয়ার কোপার আগে ইন্টার মায়ামির আরও তিনটি ম্যাচ রয়েছে। ২৫ মে ভ্যাঙ্কুভার হোয়াইটক্যাপস, ২৯ মে আটলান্টা ইউনাইটেড আর ১ জুন সেন্ট লুইস সিটি বিপক্ষে লড়বে ইন্টার মায়ামি।

১৪ ম্যাচে ২৮ ম্যাচ নিয়ে এমএলএসের ইস্টার্ন কনফারেন্সের পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে রয়েছে ডেভিড বেকহামের মালিকানাধীন ক্লাবটি। এই শীর্ষস্থান ধরে রাখতে আর্জেন্টাইন তারকার সুস্থ থাকাটা বড্ড প্রয়োজন। ক্লাবের পর জাতীয় দলের জার্সিতেও ব্যস্ত সূচির রয়েছে মেসির।

২০ জুন থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবে কোপা আমেরিকা। লাতিন মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের এই আসরের আগে ৯ জুন শিকাগোয় ইকুয়েডর এবং ১৪ জুন মেরিল্যান্ডের ল্যান্ডওভারে গুয়াতেমালার বিপক্ষে আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচ খেলবে আর্জেন্টিনা। এই দুই ম্যাচে খেলতে দলের সঙ্গে যোগ দেবেন মেসি।

শতবর্ষী কোপার বর্তমান চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা। গত আসরে ব্রাজিলকে হারিয়ে দীর্ঘদিন পর আন্তর্জাতিক ট্রফি নিয়ে শিরোপা উৎসব করে আলবিসেলেস্তারা। এরপর কাতারে যেতে বিশ্বকাপ ট্রফি। ফলে কোপা এবং বিশ্বকাপের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন হয়ে মহাদেশীয় এই টুর্নামেন্টে খেলবে আর্জেন্টিনা।

গ্রুপ পর্বে ২০ জুন আটলান্টায় কানাডান বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে কোপার শিরোপা ধরে রাখার মিশন শুরু করবে আর্জেন্টিনা (বাংলাদেশ সময় ২১ জুন ৬টা)। এরপর ২৫ জুন নিউ জার্সিতে কোপার সাবেক চ্যাম্পিয়ন চিলির মুখোমুখি হবে মেসিরা (বাংলাদেশ সময় ২৬ জুন সকাল ৭টা)। আর গ্রুপপর্বের শেষ ম্যাচে ২৯ জুন পেরুর বিপক্ষে খেলবে আর্জেন্টিনা বাংলাদেশ সময় ৩০ জুন ভোর ৬টা)।

এমন ব্যস্ত সূচিতে ৩৬ বছর বয়সী মেসির ইনজুরিতে পড়ার সম্ভাবনা বেশি। আর চলতি মৌসুমে এমনিতেই তার চোটের পড়ার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। কোপার শিরোপা ধরে রাখতে ব্যস্ত সূচিতে নিজের ফিট রাখার বড় চ্যালেঞ্জ আর্জেন্টাইন অধিনায়কের সামনে।

কোহলির সর্বাধিক ছক্কার রেকর্ড

ভাঙা কে এই অভিষেক

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আইপিএলের এক আসরে ভারতীয়দের মধ্যে সর্বাধিক ছক্কা মারার রেকর্ড গড়েছেন তরুণ অভিষেক শর্মা। চলতি আসরে তার ব্যাট থেকে এসেছে ১৩ ম্যাচে ৪১টি ছক্কা। এর আগে বিরাট কোহলি ২০১৬ সালের আইপিএলে ১৬ ম্যাচ খেলে ৩৮টি ছক্কা মেরেছিলেন। ওই রেকর্ড ভাঙা অভিষেকের সামনে এবার গেইল-বাটলারদের রেকর্ড ভাঙার সুযোগ। অভিষেক শর্মা এক আসরে সর্বাধিক ছক্কার তালিকায় ষষ্ঠ নম্বরে আছেন। পাঁচে থাকা গেইল ৪৪টি এবং চারে থাকা বাটলার ৪৫টি ছক্কা মেরেছেন। দলের প্লে অফ নিশ্চিত হওয়ায় অভিষেকের সামনে এখনও ম্যাচ আছে। ওই রেকর্ড ভাঙারও সুযোগ আছে। যদিও এক আসরে গেইলের ৫৯ ছক্কা রেকর্ড ধরা ছোঁয়ার বাইরেই থাকবে। কোহলির ছক্কার রেকর্ড ভাঙা এবং গেইল-বাটলারদের সঙ্গে উচ্চারিত হওয়া এই অভিষেক শর্মা ২৩ বছরের এক ব্যাটার। ২০১৮ সালে দিল্লির হয়ে তার আইপিএল অভিষেক হলেও তখন সেভাবে আলোয় আসতে পারেননি। ইনজুরির কারণে সুযোগও হারিয়েছেন। এবার হায়দরাবাদের হয়ে দুর্দান্ত খেলছেন তিনি। ট্রাভিস হেডের ওপেনার সঙ্গী হয়ে আইপিএলে চলতি আসরে তার নামের পাশে ৪৬৭ রান। তিনি নবম সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক। এছাড়া এবারের আইপিএলের আগে টি-২০ ঘরোয়া ক্রিকেটে সর্বাধিক রান করেছিলেন তিনি।

টানা চার প্রিমিয়ার লিগ জয়ের কীর্তি শুধুই ম্যানসিটির

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : আর্সেনাল, লিভারপুল ও ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের টানা তিনটি প্রিমিয়ার লিগ শিরোপা জয়ের কীর্তি আছে। গত মৌসুমে তাদের পাশে নাম তুলেছে ম্যানচেস্টার সিটিও। এবার লিগের শেষ ম্যাচে ওয়েস্ট হ্যামকে ৩-১ গোলে হারিয়ে ইংলিশ লিগের একমাত্র দল হিসেবে টানা চারটি লিগ শিরোপা জয়ের কীর্তি গড়েছে পেপ গার্দিওলার দল। লড়াই মৌসুমের শেষ দিনে গড়ালেও ম্যানসিটির সামনে টানা চতুর্থ লিগ জয়ের সমীকরণ সহজই ছিল। ঘরের মাঠে ওয়েস্ট হ্যামের বিপক্ষে পূর্ণ তিন পয়েন্ট তুলে নিলেই হতো। তবে সিটিজেনরা ড্র করলে বা হারলে এবং আর্সেনাল শেষ ম্যাচে এভারটনের বিপক্ষে জিতলে চ্যাম্পিয়ন হতো গানাররা। সেই সুযোগ পেপ গার্দিওলার দল দেয়নি।

শুরুতেই ম্যাচ কব্জা করে ফেলেন ফিল ফোডেন। তিনি ২ ও ১৮ মিনিটে গোল করেন। ৪২ মিনিটে মোহাম্মেদ কুদুস গোল করে ২-১ ব্যবধানে প্রথমার্ধ শেষ করেন। দ্বিতীয়ার্ধের ৫৯ মিনিটে মিডফিল্ডার রদ্রি গোল করে দলকে শিরোপার পথে তুলে নেন। অন্য দিকে পথ হারিয়ে লিগের শীর্ষস্থান হারানো আর্সেনাল শেষ ম্যাচেও পয়েন্ট হারানোর শঙ্কায় ছিল। ম্যাচের শেষ সময়ে কাই হাভার্টেজ গোল করে গানারদের ২-১ গোলে জিতিয়েছেন। এতে প্রিমিয়ার লিগে দুইয়ে মৌসুম শেষ করল গানাররা। গেল মৌসুমের মতো নিজেদের ভুলে হারাল শিরোপা। টেবিলে লম্বা সময় শীর্ষে থাকা লিভারপুল তিনে লিগ মৌসুম শেষ করেছে। শূন্য হাতে রেডসদের বিদায় জানিয়েছেন জার্গেন ক্লপ।

'বিশ্বকাপ জিতে ইতিহাস গড়বে ওয়েস্ট ইন্ডিজ'

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ২০০৭ সালে টি২০ বিশ্বকাপের প্রথম আসরেই বাজিমাত করেছিল মহেন্দ্র সিং ধোনির ভারত। মোড়ল দেশটি এরপর গত প্রায় দেড় যুগে ছোট্ট ফরম্যাটে শ্রেষ্ঠতের মুকুট পুনরুদ্ধার করতে পারেনি। অথচ টি২০ ইতিহাসের প্রথম দল হিসেবে দুটি বিশ্বকাপ জিতে (২০১২ ও ২০১৬) ক্রিকেট বিশ্বকে চমকে দেয় টেস্ট ও ওয়ানডেতে নিজেদের হারিয়ে খোঁজা ওয়েস্ট ইন্ডিজ। পরে অবশ্য তাদের সঙ্গী হয় ইংলিশরা (২০১০, ২০২২)।

এবার ঘরের মাঠে নবম বিশ্বকাপে তৃতীয় শিরোপা জিতে রোভমান পাওয়েলের দল ইতিহাস গড়বে বলে মনে করেন ক্যারিবিয়ান কিংবদন্তি পেসার কার্টলি অ্যামব্রোস। এমনকি মাইক হাসি, মোহাম্মদ হাফিজের মতো দুই ভিনদেশী তারকাও আয়োজকদের এগিয়ে রাখছেন। ২ জুন গায়ানায় পাপুয়া নিউগিনির বিপক্ষে ম্যাচ উদ্বোধনী দিনেই শুরু পাওয়েলদের বিশ্বকাপ মিশন।

'টি২০তে আমাদের খুবই ভালো একটা দল আছে, যখন আমরা এখানে কথা বলছি, ওরা (টিম) অ্যান্টিগায় ক্যাম্পে রয়েছে এবং বিশ্বকাপের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করছে। আমার বিশ্বাস, ছেলেরা ধারাবাহিক ও স্মার্ট ক্রিকেট খেলা শুরু করলে আমরা ট্রফি জিতব। যদিও কাজটা সহজ নয়। তবে আমরা দুই দেশের একটি, যারা দুটি শিরোপা জিতেছি। তাই এটাকে তিন বানানোর চেষ্টা করব।

এ ছাড়া এখন পর্যন্ত ঘরের মাঠে কোনো দেশ টি২০ বিশ্বকাপ জিততে পারেনি, এসবই ভালো করার জন্য অনুপ্রেরণা জোগাবে, আশা করি ওরা ইতিহাস গড়বে।'

সি- গ্রুপে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে আরও আছে নিউজিল্যান্ড, আফগানিস্তান, পাপুয়া নিউগিনি ও উগান্ডা। বড় কোনো অঘটন না ঘটলে এখান থেকে দ্বিতীয় পা-রাখাতে স্বাগতিকদের খুব একটা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হবে না।

তবে ফরম্যাটনা টি২০ বলেই একেবারে নির্ভার থাকার সুযোগ নেই। ২০ ওভারের ম্যাচে যে কোনো দিন যে কোনো দলকেই হারিয়ে দিতে পারে। অনুজদের সেটিও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন অ্যামব্রোস। তার পরামর্শ পাওয়েলরা যেন পিএনজি, উগান্ডার মতো দলকেও হালকাভাবে না নেয়। ৬০ বছর বয়সী কিংবদন্তি এ সাবেক ক্যারিবিয়ারন বলেন, 'এই দলের অনেক ক্রিকেটারকেই ভালো লাগে, তাদের খেলা দেখতে মুখিয়ে আছি। একজন গর্বিত অ্যান্টিগাসী ও দেশটির সাবেক খেলোয়াড় হিসেবে আমি চাই ওয়েস্ট ইন্ডিজ জিতুক। কিন্তু কাজটা সহজ হবে না। কারণ টি২০তে প্রতিটি দলেরই অন্য যে কোনো দলকে হারানোর সমান সুযোগ থাকে। এটাই খেলাটির ধরন। রোমাঞ্চকর এক টুর্নামেন্ট হতে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত আমি ওয়েস্ট ইন্ডিজকেই সমর্থন করব।' আইপিএলে কেকেআরের হয়ে দুর্দান্ত অলরাউন্ড পারফর্ম করা সুনীল নারাইন যদিও শেষ পর্যন্ত অবসর ভেঙে প্রত্যাবর্তনের রাজি হননি।

তবে টি২০ ফরম্যাটের বিচারে উইন্ডিজ দলে আছেন আন্দ্রে রাসেল, জেসন হোল্ডার, রোস্টন চেজের মতো অলরাউন্ডার, জনসন চার্লস, শিমরন হেটমায়ার, শাই হোপ, নিকোলাস পুরানের মতো ব্যাটসম্যান, আলজারি জোসেফের মতো দ্রুতগতির পেসার এবং আকিল হোসাইনের মতো স্পিনার।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR